ব্ল্যাক্-আউট্

(রঙ্গ-নাট্য)

[মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

ভাদ্র—১৩৪৮

রচয়িতা

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী

২১৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

কলিকাতা

—আমাদের দলাধিনায়ক—

নট-ভাস্কর

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

শ্রীকরকমলেষু—

পাত্র-পাত্রীগণ

—পুরুষ—

গণেশ, কার্ত্তিক, নন্দী, ভূতো, ভৃঙ্গী,

গোপীকান্ত পরামানিক	...	জনৈক প্রৌঢ় গৃহস্থ
পট্‌লা	...	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র
গণ্‌শা	...	ঐ কনিষ্ঠপুত্র
কালাচাঁদ পতিতুণ্ডি	...	জনৈক মুদী
চিন্ময় চতুর্ব্বেদী	...	জনৈক ভদ্রলোক
ন'কড়ি মজুমদার	...	জনৈক বৃদ্ধ
মাখন	...	তরুণ প্রেমিক

ম্যাজিষ্ট্রেট, পাহারাওয়ালাদ্বয়, এ-আর-পি ভলাণ্টিয়ার, পথিকদ্বয়, দুজন গাঁটকাটা, পাগ্‌লা, বর, পেয়াদা, উড়ে ঠাকুর, পেশকার।

—স্ত্রী—

দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জয়া, বিজয়া, দেববালাগণ

গিন্নী	...	গোপীকান্তের স্ত্রী
মালতী	...	ন'কড়ির চতুর্থ পক্ষ
ভূতি } শ্রীমতী সবুজ }	...	ভূতোর স্ত্রী-দ্বয়
খেঁদী } বুঁচি }	...	গোপীকান্তের কন্যাদ্বয়

কনে, ঝি, রঙ্গিণীগণ।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গ

নাট্য-পরিচালক—শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস্, সি

সঙ্গীত-পরিচালক—শ্রীরঞ্জিত রায়

নৃত্য-পরিচালক—শ্রীরতন সেনগুপ্ত

শ্রীদুর্গা	...	উষারাণী
লক্ষ্মী	...	রাধা (ছোট)
সরস্বতী	...	সরস্বতী
জয়া, ঝি	...	করুণাময়ী
বিজয়া	...	কমলাবালা
গিন্নী	...	নীরদা-সুন্দরী
মালতী	...	অর্পণা দাস
সবুজপক্ষ, কনে	...	উমা-মুখার্জ্জী
ভূতি	...	রেণুকা দেবী
কর্ত্তার কন্যাদ্বয়	...	আশালতা, প্রভা

রঙ্গিনীগণ—রেণুকা দেবী, রাধা (বড়), রাধা (ছোট), প্রভা, আশালতা, ইন্দু, বীণাপাণি, সরস্বতী, মুক্ত, পরীরাণী প্রফুল্লবালা, উমা, কমলা (ছোট), তারা, জ্যোৎস্নাময়ী (পটল) বেলারাণী।

গণেশ	...	বিজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
কার্ত্তিক ও পাগলা	...	শান্তি মুখোপাধ্যায়
নন্দী ও মাখন	...	অমল বন্দোপাধ্যায়
ভৃঙ্গী ও বর	...	মৃণাল ঘোষ
ভূতেশ্বর ও গোপীকান্ত	...	রঞ্জিত রায়
ম্যাজিষ্ট্রেট	...	ভানু চট্টোপাধ্যায়
নককাড়	...	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
কালাচাঁদ	...	নারাণদাস মিত্র
চিন্ময়	...	অনাদি গাঙ্গুলী
১ম গাঁটকাট	...	অরুণ চট্টোপাধ্যায়
২য় ,,	...	জীবন মুখোপাধ্যায়
২য় পথিক, পেশকার ও সিভিকগার্ড		ললিত সিংহ
পাহারাওয়ালা দ্বয়	...	অমৃত রায় সন্তোষ শীল
এ-আর-পির লোক	...	চণ্ডী অধিকারী
পটলা	...	কেষ্ট দাস
গণশা	...	প্রশান্ত কয়াল
উড়ে ঠাকুর	...	শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
পেয়াদা	...	সন্তোষ বর্ম্মণ
১ম পথিক	...	রেবতী বাবু

দৃশ্য-পরিকল্পনা ... মহম্মদ জান

আলোক-নিয়ন্ত্রণকারী ... ও, রহমন, হাসান আলী, পঙ্কু চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ দাস

স্মারক ... শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়

হারমোনিয়াম বাদক ... রতন দাস

পিয়ানো ... কুমুদ ভট্টাচার্য্য

ক্ল্যারিওনেট ... বিজয় ঘোষ

পিক্‌লু ... বিষ্ণু মিত্র

বেহালা ... সুশীল চক্রবর্ত্তী

তবলা ... হরিপদ দাস

মঞ্চাধ্যক্ষ ... জান্ আলম্।

ভীষণ ভূমিকা

নাটক লিখলেই সব নাট্যকারের পক্ষে ভূমিকা লেখা একটা আবশ্যকীয় ব্যাপার নাও হ'তে পারে কিন্তু আমার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। প্রকৃত পক্ষে এটা নাটকই নয়—রঙ্গনাট্য—Pantomime এর আদর্শে রচিত। পাঁচরকম নাচ, গান, হাল্কা হাসির সহযোগে সবাইকে কিছুক্ষণ আনন্দ দেওয়া উদ্দেশ্য—এর মধ্যে বিরাট ভাব, বিষম সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা কিছুই নেই—নিতান্ত হাল্কা হাসির গ্যাস দিয়ে ফানুসের মত ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে এবং ফানুসের স্থায়িত্বের ক্ষণিকতা নিয়েই এর আবির্ভাব।

বন্ধু বান্ধব ও বাংলার রসিক জনসাধারণ সামান্য ঘণ্টা দুয়েক সময় একটু আনন্দ ক'রে গেছেন এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার!

এই রঙ্গ নাট্যের রচনা সম্বন্ধেও অনেক কিছু রঙ্গের ব্যাপার আছে; সেটা পাঠকদের একটু জানাবার আছে। বেতারের বহু কার্য্যের মধ্যে লিপ্ত থেকে আমার অবসরের একান্ত অভাব—কোন কিছু ব'সে ব'সে রচনা করা আমার পক্ষে সত্যি অসম্ভব এবং ইতিপূর্ব্বে যা-কিছু হাসির রচনা আমি ক'রেছি তা আমার সাহিত্যিক বন্ধু বান্ধবদের জোর ক'রে লিখিয়ে নেওয়া—সেগুলি বলপ্রয়োগ ক'রে এক রকম লেখানো বলা চ'লতে পারে। আমি সাহিত্যিক নই সাহিত্যের ভক্ত—বিনয়বশতঃ ব'লছি না বিশ্বাস মতে ব'লছি—কিন্তু বাংলাদেশে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন যাঁদের অত্যাচারে মাঝে মাঝে আমি লিখতে বাধ্য হই, যথা "দীপালীর" প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক কবিবর শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, "শনিবারের চিঠির" স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস, "ভগ্নদূত" সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার বসু, "স্বদেশ" সম্পাদক "শ্রীকৃষ্ণেন্দু

ভৌমিক" "বেতার জগৎ" সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, "মডার্ণ রিভিউয়ের" সহযোগী সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সু-সাহিত্যিক ও চিত্র পরিচালক শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, বেতারের বাণীকুমার, চিত্রগুপ্ত ইত্যাদি।

নানাভাবে এঁরা আমাকে দিয়ে অনেক কৌশলে কিছু কিছু লিখিয়ে নিয়েছেন এবং সেগুলি ছাপিয়েছেন এবং আমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে বড় বড় সভার মাঝে সেইগুলিই পড়িয়েছেন, দেখেছি লোকে হেসেছেন। লোকে হাসাবার জন্যে যদি কিছু রচনা করতে হয় তা হ'লে আমার রাস্তা বেশ খোলা হ'য়ে গেছে। কথায় বলে 'এমন কিছু ক'রোনা যাতে লোক হাসে' কিন্তু বিপদ হ'য়েছে এই যে আমার কোন কথাই কেউ গম্ভীরভাবে নিচ্ছেন না হেসে ফেলছেন। যাক্ আমার মূল্যে যদি পাঁচজন হাসেন সেটা একদিক দিয়ে সুখের বিষয়।

ইতিপূর্ব্বে আমি কয়েকটি ব্যঙ্গ-নাটিকা রচনা ক'রেছিলুম। ছাপার অক্ষরে দীপালী, শনিবারের চিঠি, নাচঘর, বেতার জগৎ ও অন্যান্য বহু সাময়িক পত্রিকায় তা প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামোফোন রেকর্ড, বেতার, সিনেমা ও রঙ্গ-গৃহ অভিনয়ের জন্যে নিয়ে গেছেন এবং তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা ক'রেছেন—বই আকারে একমাত্র বেতারের রঙ্গনাট্য "ঝঞ্ঝা" ছাড়া আর কিছু প্রকাশিত হয়নি। "ঝঞ্ঝা" সম্পূর্ণ বেতার শ্রোতাদের জন্য লিখিত হ'য়েছিল ব'লে তা আমি ব্যক্তিগতভাবে বন্ধু-বান্ধবদের হাতে দেবার জন্য মুদ্রণ করিয়েছিলুম—সর্ব্বসাধারণের হাতে দেবার জন্যে কোন ব্যবস্থা করিনি।

প্রকৃতপক্ষে সাধারণভাবে "ব্ল্যাক্-আউট" বইটিই আমার প্রথম পুস্তক—বাজারে দাম নিয়ে লোকের হাতে দেবার ব্যবস্থা হ'ল। জানি, বাংলাদেশে কেউ পয়সা দিয়ে হয়তো বই কিনবেন না, তবু সাহিত্য-পরিষদের ক্যাটলগে আমার নামটা থাক্‌বে তো—তা'হলেই হ'ল।

বেতারে 'ব্ল্যাক্-আউট্' বইটির একটি দৃশ্য হঠাৎ খেয়ালের বশে লিখেছিলুম। সেই দিনই রাত্রে তা দশ মিনিট মাত্র অভিনয় হয়—তারপরই হিজ্ মাষ্টারস্ কোম্পানী এক পক্ষ কালের মধ্যে তা' রেকর্ড করেন এবং দু'খানি পত্রিকা সেই দৃশ্যটি মুদ্রিত করেন। তারপর সহসা একদিন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মিনার্ভার বর্ত্তমান প্রয়োগ শিল্পী ও পরিচালক বন্ধুবর শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস্, সি মহাশয়কে নিয়ে এলেন গল্প গুজব ক'রতে, তার সঙ্গে এলেন শ্রীরঞ্জিৎ রায় এবং পরে তিনজনেই আমায় সমস্বরে ব'লে উঠলেন যে ব্ল্যাক-আউট ব'লে যে ক্ষুদ্র নক্সাটি আছে ওটিকে সামান্য একটু বাড়িয়ে লিখে দিতে হবে—আধঘণ্টা আন্দাজ অভিনয় করা চ'লবে। রঞ্জিৎ বাবু বহুদিন পরে মিনার্ভায় এসে যোগদান ক'রেছেন, কালীপ্রসাদ বাবুও তাই—অতএব দু'জনেই যাতে একটু কিছু নতুনত্ব ক'রে কিছুদিনের জন্যে হাঁফছাড়তে পারেন তার ব্যবস্থা ক'রে দিতেই হবে—ইতি মধ্যে তাঁরা একখানা বড় বই অভিনয়ের জন্যে ধ'রবেন। বহু চেষ্টা ক'রেও কালীবাবু ও রায় মহাশয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল না। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কালীবাবুর পুস্তকের মূলবস্তুর জন্য তাগাদা ও রঞ্জিৎ বাবুর গানের তাগাদায় অস্থির হ'য়ে লিখতে বসলুম—পাঁচ ছ'পাতা লেখা হবার পরই রঞ্জিৎবাবুর সশরীরে প্রবেশ ও সেইটুকু শ্রবণ ও আনন্দে লম্ফ প্রদান—কালীপ্রসাদ বাবুকে সংবাদ দান ও তাঁর অসময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে আগমন ও যে কয়টি পাতা সম্পূর্ণ লিখেছিলুম তাই নিয়ে প্রস্থান।

এর পর থেকে কালীপ্রসাদবাবু আমায় আর ছাড়েন নি, তিনদিনের মধ্যে আমায় ক্রমশঃ বাড়িয়ে যান ব'লতে ব'লতে যখন বইটি প্রায় দু' ঘণ্টার কম অভিনয় হবে না ব'লে তাঁর মনে হ'ল তখন তিনি মহলাতে আমায় টেনে নিয়ে গেলেন এবং বইখানি শুনে এত খুসী হ'য়ে উঠলেন যে উৎসাহের আতিশয্যে উত্তেজিত হ'য়ে আমার হাত থেকেই কলম কেড়ে নিয়ে প্রস্তাবনার "ব্ল্যাক-আউট্" গানটি ও "বরকনের একটি সুদীর্ঘ গান

(উপন্যাস ব'ললেও চলে) লিখে ফেল্‌লেন—তাছাড়া শেষ দৃশ্যের প্রথম কয়েকটি প্যারাই লিখে ফেলতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। তারপর বোধ হয় ভাবলেন তাইতো লেখক স্বয়ং ব'সে রয়েছেন, আমি ক'র্‌ছি কি, ভেবে আমার কলমটি আবার আমায় ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন, নিন মশাই তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ ক'রে দিন! এইভাবে ব্ল্যাক-আউট্‌ লেখা শেষ হ'ল। আরম্ভ হ'ল সাজ পোষাক তৈরী, মহলা ইত্যাদি। সময়াভাবে আমার একটি নৃত্য-পরিকল্পনা মনের মধ্যেই আল্‌পনা এঁকে রেখে গেল—অবশ্য তার পরিচয়টুকু 'আলো আঁধারি' শিরোনামায় ভূষিত ক'রে বইয়ের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ক'রে দিয়েছি।

প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসাদ বাবু ও রঞ্জিৎবাবুর অসাধারণ উৎসাহ না থাকলে ব্ল্যাক্‌-আউট্‌ লেখা হ'য়ে উঠতো না—সেজন্য সমস্ত প্রশংসা এঁদের প্রাপ্য। আমার জন্যে যদি কারুর কিছু দিতে বাকী থাকে দেবেন। নৃত্যে রতন সেনগুপ্ত, সুর যোজনায় রঞ্জিৎ বাবু যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আর একটি কথা সুহৃদ্বর কাজী নজরুল ইস্‌লাম ভূতেশ্বরের দু'খানি গান রচনা ক'রে দিয়ে এবং আমায় তা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন।

প্রথম নাট্যাভিনয় রজনীতে উপস্থিত থেকে নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় খুসী হ'য়ে আমায় অভিনন্দিত ক'রে গেছেন, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত মহাশয় আমার ব্যঙ্গ রচনার চিরদিনই পক্ষপাতী তিনিও যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ ক'রে গেছেন, নাট্যকার ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য, নাট্যকার ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদের খুসী হওয়াটাকে প্রকাশ ক'রতে দ্বিধা করেন নি। এই সম্পর্কে এখনও অনেকের নাম করা উচিৎ কিন্তু তাতে শুধু আমার ছাপার খরচ বাড়বে এবং আমার তথাকথিত বন্ধুরা চ'টে যাবেন। অভিনেতৃবর্গ সত্যই তাঁদের প্রাণদিয়ে অভিনয় করবার চেষ্টা ক'রেছেন সেজন্য তাঁরা আমার ধন্য বাদাই

রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ তো দিতেই হয় কারণ বইটি বন্ধ ক'রে দিতে কতক্ষণ ?

অনেক আজে বাজে কথা লিখলুম—সার্টিফিকেটের তালিকাও বড় কম দিতে হ'ল না—এর একমাত্র উদ্দেশ্য এতগুলো নামজাদা লোকের নাম করাতে যদি বইটা বাজারে কাটে এবং আমার খরচাটা ওঠে।

যদি কোন সৌখীন সম্প্রদায় অভিনয় ক'রতে চান তাঁরা ইচ্ছা ক'রলেই এটা অভিনয় ক'রতে পারেন কৈলাসের দৃশ্য বাদ দিয়ে শুধু মর্ত্ত্যলোকের দৃশ্যগুলি অভিনয় ক'রলেই ঘণ্টা খানেক বা সওয়া ঘণ্টা কেটে যাবে। রঙ্গিনীগণের গানের পরিবর্ত্তে মর্ত্ত্যলোকে রংদারগণের কোরাস্ হ'লেও আটকাবে না—গানের মানে নারী পুরুষ ভেদে বদলে যাবার মত নেই।

ইতি

গ্রন্থকার—

আলো-আঁধারি

পূর্ব্বাভাষ

নৃত্য

পৃথিবী সুপ্ত। কৃষ্ণ যবনিকার সম্মুখে গাঢ় নীল আলোকে দেখা গেল কয়েকটি রমণীর মুখ—সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ পরিচ্ছদে ঢাকা—পরস্পরের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। সহসা রঙ্গমঞ্চের এক ধারে আলোর রেখা ফুটিয়া উঠিল—ভোরের রাগিনীতে যন্ত্র সঙ্গীত হইতেছিল। আলোর দেবী অপূর্ব্ব উজ্জ্বল পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া নাচিতে নাচিতে আসিতেছেন। আলোর স্পর্শে একটি একটি করিয়া রমণীরা ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল—আনন্দের দীপ্তিতে তারা সচকিত—কৃষ্ণ পরিচ্ছদ খুলিয়া তাহারাও উজ্জ্বল বহু বিচিত্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আলোর দেবীর সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। রঙ্গমঞ্চ আলোয় আলোকময়। সকলে নৃত্য-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। মৃদঙ্গ পাখোয়াজ যন্ত্র-সঙ্গীতের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব সুরজালের সৃষ্টি হইল। আলোর দেবীকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া শতদলের পাপড়ীর মত রমণীরা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সহসা রঙ্গমঞ্চের একদিকে দেখা দিল অন্ধকার রাক্ষস—সেইদিক অন্ধকার করিয়া নৃত্য করিতে করিতে সে আসিতেছে। সম্মুখে নৃত্যশীলা আনন্দ-চঞ্চল একটি রমণীকে সে তার কৃষ্ণ পরিচ্ছদে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল—রমনীর মুখ আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া উঠিল কিন্তু মুক্তি না পাইয়া মৃত্যু-পাণ্ডুর চোখে অন্ধকারের বাহুতে ঢলিয়া পড়িল। অন্ধকার তাহাকে কৃষ্ণ পরিচ্ছদে ঢাকিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। এইভাবে সকল রমণীকে সে কৃষ্ণ যবনিকার মাঝে ঢাকিয়া ফেলিল।

তাহারপর সে গেল আলোর দেবীকে জয় করিতে। আলোর দেবীর সহিত চলিল লুকোচুরি খেলা—একবার অন্ধকার তাহাকে বাহু-বন্ধনে ঘিরিয়া ফেলে আবার সে মুক্ত হয়। রঙ্গমঞ্চে আলো-আঁধারের খেলা চলে।

অবশেষে অন্ধকারের কবলে আলোর দেবী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকারে ভরিয়া উঠে। অন্ধকারে চলে রাক্ষসের তাণ্ডব নৃত্য। নৃত্যের গতি ক্রমশঃ হ্রাস পায়। পরে সব নিস্তব্ধতায় ভরিয়া যায়। কালো যবনিকা সরিয়া আসে।

প্রস্তাবনা

কৃষ্ণ যবনিকার সম্মুখে, কৃষ্ণ-পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া রঙ্গিনীগণ গান গাহিতেছিল—

ব্ল্যাক-আউট্, ব্ল্যাক-আউট্, জগৎ অন্ধকার
এলো পূজো, দশভূজো
(মা) আসবে যে আবার।
তবু হাসি নেইকো কার
কেন জগৎ অন্ধকার ?
মায়ের আলো করা রূপেও কিগো
ঘুচ্‌বে না আঁধার !
নেভে পট্ পট্ পট্ বাতি
হ'ল আঁধার ঘেরা রাতি—
চ'লবে না আর পথে চলা ফুলিয়ে বুকের ছাতি
সব হ'ল একাকার !
অন্ধকার মনের মাঝে
বাইরে অন্ধকার
জীবন ভ'রেই ঘিরে আছে
বিরাট হাহাকার !

ব্ল্যাক-আউট্

কৈলাস

প্রভাতের রাগিনীতে আলো ফুটিয়া উঠিতেছে—ক্রমশঃ কৈলাসপর্ব্বত আলোকোজ্বল হইয়া উঠিল। দেববালাগণ গাহিতেছিল—

আজ সকালে ছড়িয়ে পড়ুক উজল আলো,
মায়ের পূজা ঘনিয়ে এল, ঘুচ্‌লো কালো!

ভৃঙ্গী প্রবেশ করিয়া গাহিয়া উঠিল—

ভৃ। আজ রবি নয় মেঘে ঢাকা

দেববালাগণ। মনেতে স্বপন আঁকা,
পৃথিবীর বুকের পরে সুধা ঢালো
দাও আলো—দাও আলো—দাও আলো!

প্রথমা। স্বপনতরীর খেয়া বেয়ে এল মাঝি

দ্বিতীয়া। আগুণের ফুলঝুরিতে ভরিয়ে সাজি

ভৃ। এল সে মাকে নিতে

দেববালাগণ। ধরণী গন্ধে গীতে
স্বরণডালা সাজিয়ে মায়ের
মন ভরালো।
দাও আলো—দাও আলো—দাও আলো!

নৃত্যগীতে সকলে যখন আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে সেই সময় দেবী দুর্গা ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গা। হাঁরে, তোরা এখনও গোলমাল কচ্ছিস্! নে, তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে দে—লক্ষ্মী সরস্বতী ওরা সেই কোন সকালে মন্দাকিনীতে গা ধুতে গেছে এখনও দেখা নেই। ওদিকে

মর্ত্ত্যে যে পুজোর বাজনা বেজে উঠলো সেদিকে খেয়াল নেই কারুর।

১মা। আমরা তো মা সব ঠিক ক'রে রেখে দিয়েছি। তোমাদের হ'লেই হংসরাজের পাখায় সব চাপিয়ে দোব।

[নেপথ্যে গণেশ চীৎকার করিয়া ডাকিল]

গণেশ। মা, মা শুনছো ?

দুর্গা। কি বাবা গণেশ—কি হ'য়েছে ?

[গণেশ রাগতঃ ভাবে প্রবেশ করিয়া]

গণেশ। হ'য়েছে আমার মুণ্ডু ! তুমি শিগ্‌গির এর একটা ব্যবস্থা ক'রে যাও ! কেতো যদি এরকম করে আমি সত্যি ব'লছি আমার শুঁড়ের দিব্যি যদি আমি তোমার সঙ্গে যাই।

[দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

দুর্গা। বাবারে বাবা ! দুষ্ট ছেলেকে নিয়ে জ্বলে পুড়ে মলুম ! একটু যদি নিশ্চিন্দি থাকবার জো আছে—দেখি আবার কি হ'ল দু'ভায়ে !

[যাইতে যাইতে ফিরিয়া]

ওরে তোরা লক্ষ্মী, সরস্বতী এলেই একটু তাড়া দিস্ মা, কোথাও যাস্‌নি ! আমি আর পারিনা বাছা !

[প্রস্থান করিলেন।

১মা। দেখ ভাই, মা এবার খরচার ভয়ে, আমাদের আর নিয়ে যাবার নামটি ক'চ্ছে না। আমরা কিন্তু ভাই যাবই !

২য়া। তোমরা কেউ যাও বা না যাও আমি ভাই যাবই !

৩য়া। আমিও ! গতবারে নতুন সব ফ্যাশানের কাপড় দেখে এসেছি, সেবার তাড়াতাড়িতে কেনা হয়নি—এবার গিয়ে সব কিনবোই !

৪র্থ। আমিও!

সকলে। আমিও, আমিও!

আনন্দে নাচিতে নাচিতে গাহিয়া উঠিল—

আমরা এবার মর্ত্ত্যে গিয়ে কিনবো নতুন শাড়ী
হাল-ফ্যাসানের হরেক রকম যা—পাই কাঁড়ি কাঁড়ি!
স্বর্গে মোদের যায়না কিছুই পাওয়া
আসল কিছু নেইকো হেথা
খাওগো শুধু হাওয়া,
মর্ত্ত্যে আছে হাওয়াও যেমন
তেমনি হাওয়া শাড়ী
আমরা এবার মর্ত্ত্যে গিয়ে
দেব ঠিকই পাড়ি।
কিন্‌বো জ্যাকেট সেমিজ ব্লাউজ
হাতকাটা হাতওলা
থাকবে কারুর বোতাম দেওয়া
কোনটা সব খোলা
মোদের দেখে কলেজ থেকে
ফিরবে না কেউ বাড়ী
আমরা এবার মর্ত্ত্যে গিয়ে
পরবো এমন শাড়ী!

[গানের পর দুর্গার প্রবেশ]

দুর্গা। হ্যাঁরে, তোদের জ্বালায় কি আমি পাগল হ'য়ে যাব? লক্ষ্মী সরস্বতী কোথায় গেল তার একটা খোঁজ পত্তরের নাম নেই। এবার তোদের সব কটাকে বিদেয় ক'রে দোব!

১মা। অমা, তারা কোন কালে গা ধুয়ে এসেছে।

দুর্গা। কি ক'রে জানলি?

১মা। আমরা যে এখান থেকে দেখলুম।

দুর্গা। যা দেখি বাছা, ব'লে আয় যে সময় হ'য়ে গেল আর মা দাঁড়াতে পাচ্ছে না—যদি আর দেরী করে তাহ'লে আমি ওদের সিঙ্গী-মামাকে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়বো।

১মা। আচ্ছা।

[প্রস্থান করিল। ২য়া আব দারের সুরে মা দুর্গাকে বলিল]

২য়া। মা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

দুর্গা। না বাছা শুনছি দিনকাল বড় খারাপ—তোমাদের গিয়ে কাজ নেই।

২য়া। না মা, সেবার গিয়ে অনেক কিছু কিনতে পারিনি এবারে সেগুলো কিনে নিয়ে আসবো!

দুর্গা। কেনাকাটার নাম ক'রোনা বাছা। বাংলাদেশের যা অবস্থা শুনছি, তাতে এবার আমারই পূজো হয় কিনা দেখ! এমনি যদি যেতে হয় চল, বচ্ছরকার দিন না গেলে যদি আবার মনমরা হ'য়ে থাক।

সকলে। আচ্ছা!

[সকলে খুসী হইয়া চলিয়া গেল দুর্গা কন্যাদের তখনও না দেখিয়া বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন]

দুর্গা—হ্যাঁরে, লক্ষ্মী, সরস্বতী, তোদের হ'ল? হাড় জ্বলে পুড়ে গেল মা, ছেলেপুলেদের নিয়ে।

[প্রথমা সখীর প্রবেশ]

১মা—অমা, লক্ষ্মীদিদি ব'লছে এবার বাংলা দেশে যাবে না।

দুর্গা—কেন?

১মা—সেখানে নাকি আর ভদ্রস্থ নেই। এই বছর কয়েক ধ'রে ওঁকে নাকি সবাই হেলাফেলা করছে।

[দুর্গা বিস্মিত হইয়া বলিলেন]

দুর্গা—আ পোড়ার দশা ! লক্ষ্মীকে হেনস্তা করে এমন কোন হতভাগা জায়গা আছে নাকি ?

কি বলে গো ?

[নন্দী প্রবেশ করিল]

নন্দী—হ্যাঁ মা, সত্যি কথাই ব'লেছে। আমি সব জানি সেবারে ওঁকে কেউ ঘরে বসতে পর্য্যন্ত জায়গা দেয়নি। কে কার খাতির করে। সবাই প'ড়ে প'ড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে আর যারা জেগে আছে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের নাকে কাটি দিয়ে হাঁচিয়ে মারছে! ওঁর খাতির কেউ ক'রলে না! উল্টে হাওড়ার পোলের কাছে বড় বাজারে কে আঁচলটি কেটে নিয়ে চ'লে গেলো।

দুর্গা। কি সর্ব্বনাশ! ও মা এত গাঁটকাটা ঐখানে, আমার যে শুনে বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌লো। কিন্তু লক্ষ্মী তো আমায় কিছু বলে নি !

নন্দী। ব'লবে কি ক'রে মা! টেরাঙ্কোয় যে লক্ষ্মীদিদির ঝাঁপিটা ছিলনা সেটা পর্য্যন্ত যে ঐ কারা সরিয়ে নিয়ে গেছে! আবার ঝাঁপি তৈরী হ'চ্ছে তা না হ'লে তোমার মেয়ের কি ঐ অবস্থা হয় !—

দুর্গা। তাই তো বলি লক্ষ্মী আমার, অমন চেহারা শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? পিলের দোষ হ'ল নাকি ?

গণেশের রাগিয়া প্রবেশ

গণেশ। পিলের দোষ তোমার মেয়ের হবে কেন? হ'য়েছে আমার! উঃ, কি ভেজাল ঘিই চালাচ্ছে—তোমার ঐ বাপের বাড়ীর দেশে! আর বেটারা কি জোচ্চোর! ক্রমাগতঃ বলে কিনা গণেশায় নমঃ! এবার তো ভাবছি আমিও

যাবনা—কেতো যাক্! ওর লব্‌চবানি একটু কমুক। আমি তো তবু সহ্য ক’রতে পারি কিন্তু দেখো মা কেতো এবার ঠিক থাইসিসে ম’রবে।

দুর্গা। বালাই, যাট্! ওমা ওকি কথা?

গণেশ। আচ্ছা, হক্ কথার এক কথা কিনা নন্দীকে জিগ্যেস করো। আমার আবার চোঁয়া ঢেঁকুর উঠছে জোয়ানের আরক্ খেয়ে আসি।

প্রস্থান

নন্দী। সত্যি মা! ম্যালেরিয়া আর থাইসিস্ যমালয় থেকে অনেকদিন ফেরার শোননি?

দুর্গা। ওমা তারা আবার কবে পালালো?

নন্দী। মা, তুমি দেখছি আজকাল কোন খবরই রাখ না? তাদের ধরবার জন্যে আজ ক’বছর হ’ল হুলিয়া বেরিয়েছে শোননি।

দুর্গা। এখনও ধ’রতে পারে নি?

নন্দী। ধ’রবে কি ক’রে? তোমার বাপের বাড়ীর দেশ—সোনার বাংলাটিতো কম নয়। ভদ্দরলোককে তো ওরা জায়গা দেবে না, এদের দিব্যি তোয়াজে থাকবার ব্যবস্থা ক’রে দিয়েছে। তাদের ধরবে কি তারাই এখন যাকে পাচ্ছে তাকেই ধ’রে যমালয়ে প্যাক্ ক’রে চালান দিচ্ছে!

দুর্গা। ওরা কি এত মুখ্যু!

নন্দী। মুখ্যু?—সব গাধা! দেশ—শুধু বক্তৃতায়! দেশ ব’লতে বড় চাকরি—দু’পয়সা দাও, আমাকে চ্যাংদোলা ক’রে নিয়ে বেড়াও, খবরের কাগজে ছবি ছাপ তবে দেশ!—দেশের লোকে কি খাচ্ছে কি শিখছে ব’য়ে যাচ্ছে আমার! মা তুমি চারিদিনের জন্যে যাও তাই লোক দেখানো হাসি বুঝতে

পারনা, কিন্তু আমার ওখানকার লোকেদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে আক্কেল হ'য়ে গেছে যে ঐ দেঁতো হাসির মধ্যে শয়তানি আছে লুকিয়ে। মা, চার পয়সার গাঁজা খাব তার মধ্যেও গোবর ভেজাল দিচ্ছে!—

দুর্গা। তোর বাবু বড় বাড়াবাড়ি কথা!

নন্দী। মোটেই কিছু বাড়িয়ে ব'লছি না মা! ওদের ধারণা ওরা বড় চালাক কিন্তু মা তোমার বাপের বাড়ীর দেশের লোকের মত মুখ্যু আমি পৃথিবীর আর কোন দেশে পাইনি। সরস্বতী দিদি কেন যে এখন ওখানে গিয়ে চুপচাপ থাকেন সে আমি বুঝতে পারি মা। পাঁচ বছরের ছেলে সেবারে তাঁকে একটা যা কবিতা লিখে উপহার দিয়ে এসেছিল তাতে দিদি আমায় বল্লেন, নন্দী এবার বীণা ছেড়ে বাঁশের লাঠি নিয়ে আমি ওখানে যাব। তাঁর যা মূর্ত্তি ওরা গ'ড়তে আরম্ভ ক'রেছে তাতে তো আব তোমাদের বংশের মুখ থাকে না, মা।

দুর্গা। এসব কি কথা! আমি তো কিছু বুঝতেই পাচ্ছিনা!

নন্দী। মা, তুমি বড় সেকেলে, কিছু বুঝতে পার্ব্বেনা। ওদের কথা আলাদা, ভাব আলাদা, কায়দা আলাদা। ওরা এখন কথা বলে হাঁপিয়ে, কাঁদে ফুঁপিয়ে, চলে নেতিয়ে, মেয়েদের ক'রছে নাচিয়ে, মচ্ছে কুঁতিয়ে, এবার আলো নিভিয়ে আরও সুবিধে আমাদের গুষ্টিশুদ্ধুকে দেবে গুঁতিয়ে এ তোমায় আগে থাকতে ব'লে দিচ্ছি!

দুর্গা। ওমা কি বলিস্? গুঁতিয়ে দেবে কি রে?

নন্দী। মা, এবার বড় বেয়াড়া কাণ্ড মা! চক্ষু অন্ধকার ক'রে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। যা যুদ্ধ পৃথিবীতে লেগেছে তাতে

গোটা জগৎ অন্ধকার হ'য়ে যাবার উপক্রম। তোমার পূজা এবার অন্ধকারেই সারা!

দুর্গা। তুই কি ক্ষেপেছিস্ নন্দী? অন্ধকারে পূজো সারবে কি?

নন্দী। অন্ধকারে সারবে না তো কি তুমি ভাবছো দিব্যি আলোর রোশনাই ক'রে পূজো হবে? সে সব দফা রফা! এই ধরনা কেন—ক'লকাতায় রাস্তায় নেই বাতি, লোকের বাড়িতে ঠুঙি লাগানো চসমা-পরা আলো, সে খুললে কি আর রক্ষে আছে, হৈ হৈ বেধে যাবে!

দুর্গা। তোর সব তাতে রঙ্গ, আমি যাবই!

নন্দী। ওমা, তোমার পায়ে পড়ি যেওনা! ছেলেপুলে নিয়ে মুস্কিলে প'ড়বে, অভ্যেস নেই অন্ধকারে আক্কেল হ'য়ে যাবে! বাবার আবার সিদ্ধি খাওয়া অভ্যেস অন্ধকারে কিছু ঠাওর পাবেন না ওঁকে শুদ্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেতে হবে। ব্ল্যাক-আউট্ বড় বিচ্ছিরি জিনিষ মা বড় বিচ্ছিরি জিনিষ!

দুর্গা—কি [illegible]র মড়ার সব বলছিস?

নন্দী—[illegible]ছি যা তা ঠিক মা! এই তো আমাদের ভূতেশ্বর মাস দুয়েক আগে তোমার বাপের বাড়ীর দেশে গিয়েছিল। অন্ধকারে তার দুটো বউয়ের একটা কোথায় যে হারিয়ে গেল আর খুঁজে পেলে না। তারপর আরও যে কতকাণ্ড সে ব'লতে গেলে তোমার আর যাওয়া চলে না। তার মুখে সব এক একটা কাণ্ড শুনি আর আমার সর্ব্বাঙ্গ কুঁচকে যায় এই ভেবে যে এবার তোমার ছেলেপুলেগুলোকে নিয়ে ভালয় ভালয় ফিরে এলে হয়।

দুর্গা। হ্যাঁরে সত্যি? একবার ভুতুকে ডাকতো বাবা তার মুখেই শুনি ব্যাপারটা।

নন্দী। ভুতো—ভুতো!

ভূতেশ্বর নেপথ্য হইতে সাড়া দিল

ভূত। হুম্!—যাচ্ছি!

দুর্গা। সত্যি নন্দী, তোদের কথাবার্ত্তা শুনে আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

ভূতেশ্বর দুটি স্ত্রী লইয়া প্রবেশ করিল। একটির নিষাদের পরিচ্ছদ অপরটির আধুনিক কলেজ-গার্লড্রেস—উপরন্তু ভ্যানিটি ব্যাগ হাইহিল জুতো ইত্যাদি।

ভূত। কি নন্দীদাদা—ডাকছো?

নন্দী। বাবা ভুতো, এরা আবার কে?

ভূত। তুমি কি গো নন্দী দাদা—আমার ইস্ত্রি। তুমি এরি মধ্যে সব ব্যাপার ভুলে গেলে?

দুর্গা। হ্যাঁরে ভুতু, তোর নাকি একটা বউকে এবার মর্ত্তে হারিয়ে এসেছিস্?

ভূত। মা, সেকথা আর বলোনা—অন্ধকারে সেটা [illegible] কোথায় গুলিয়ে গেল তাকে আর খুঁজে পেলুম না। তারপর হাঁটতে [illegible] চ'লেছি তারপর হঠাৎ আমার এই সবুজপক্ষটি হাত পা[illegible] ধ'রলেন আর ছাড়লেন না। যে দুটো সেই দুটোই রয়ে গেল। তারওপর এটি তোমার বাপের বাড়ীর দেশের হালফ্যাশানের মেয়ে—এর জুতো, জামা, ছাতা দুল কিনতে কিনতে প্রাণ গেল। শ্মশানে মশানে মাংসপুড়িয়ে চিরকাল সাদাসিধে আমরা খাই মা—এর জন্যে এখন রোজ চপ্ তৈরী ক'রতে হ'চ্ছে।

সবুজ। চোপ্!

ভূত। ওরে বাবা, ঐ দেখ আবার "চপ্" "চপ্" ক'রে চেঁচাচ্ছে!

নন্দী। তোকে না কোনদিন গপ্ ক'রে খেয়ে ফেলে দেখিস্।

ভূতেশ্বর একটু হাসিয়া পরে প্রথমা পত্নীকে ডাকিয়া বলিল।

ভূত। ওরে ভুতি, এদিকে আয়, দেখতে পাচ্ছিস না—মা—শিগ্‌গির পায়ের ধুলো নে!

ভুতি ছুটিয়া আসিয়া দুর্গার পদধূলি লইল—দুর্গা তাহার মুখচুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সবুজপক্ষ ভ্যানিটিব্যাগ হইতে পাউডার পাফ্ লইয়া মুখে ঘসিতে লাগিল।

ভূত। ওগো আমার সবুজ, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এগিয়ে এস, আমার মা—প্রণাম কর।

সবুজপক্ষ গ্যাট্‌ম্যাট করিয়া আসিয়া মেম সাহেবের কায়দায় দুর্গার হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল—

সবু। হাউ-ডু-ইউডু-মামী?

[দুর্গা অবাক্ হইয়া একটু সরিয়া গিয়া কহিলেন]

দুর্গা। ওমা, কি সর্ব্বনাশ!—এ কে গো?

ভূত। তোমার বাপের বাড়ীর দেশের মেয়ে গো! আজকাল যে সেখানে মেয়েদের কায়দা কানুন সব বদল হ'য়ে যাচ্ছে মা। গুরুজনকে পেন্নাম ক'রলে ওরা আমাদের অসভ্য বলে।

[সবুজপক্ষকে পুনরায় ডাকিয়া]

ওগো শুনছো! ইনি আমাদের নন্দী দাদা—একে পেন্নাম কর!

[সবুজপক্ষ রাগতঃ ভাবে পুনরায় আসিয়া নন্দীর হাতে ঝাঁকুনি দিয়া কহিল]

সবু। হাউ-ডু-ইউ-ডু!

[নন্দী ঝাঁকুনির ফলে একদিকে কাৎ হইয়া পড়িয়া বলিল]

নন্দী। ঠাক্‌রুণ! কিছু বুঝতে পারলুম না—ওটাতে বরাবরই একটু কম্‌জুরি আছি।

ভূত। তাহ'লে আর বেশি বোঝবার চেষ্টা ক'রোনা দাদা—তাহ'লে সব গুলিয়ে যাবে। আজ দু' মাস হ'ল আমিই পরিবারটিকে ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

[নন্দী দুর্গার কাছে গিয়া চুপি চুপি কহিল]

নন্দী। মা, ঝাঁকুনি খেয়ে আমার শরীরটা কেমন কেমন ক'র্চ্ছে আমি এক ছিলিম টেনে আসি।

[প্রস্থান।

দুর্গা। দেখ বাবা ভুতু। এ নিষাস আমার বাপের বাড়ীর দেশের মেয়ে নয়। তারা ঘর গেরস্থালীর কাজ করে, স্বামী পুত্তুরকে আদর যত্ন করে তা ব'লে তারা এরকম ধেই ধেই ক'রে সোয়ামীর সঙ্গে নেচে বেড়ায় না।

ভূত। মা, এতো তবু সোয়ামীর সঙ্গে নাচছে আর আদ্ধেক মেয়ে যে সোয়ামীকে বিধবা করে পথে ঘাটে নেচে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্মী দিদি আর সরস্বতী দিদিকে নিয়ে যাচ্ছ—খুব সাবধান! চটে কথাটি কয়েছ কি ফিলিম্ তোলাতে চ'লে যাবে।

দুর্গা। তাইতো, আমি ওদের নিয়ে যাব কিনা এখন ভাব্ছি! আমরা সাবেক কালের লোক এসব বাপের জন্মে দেখিনি শুনিনি বাছা! আবার, অলকা, তিলকা, মেনকা এরাও সব যাবে যাবে বলছিল—

ভূত। বন্ধ কর মা বন্ধ কর। খরচা দিতে দিতে সর্ব্বস্বান্ত হবে। একখানি ক'রে কাপড় দিতে গেলে তোমার আর ফিরে আসবার গাড়ী ভাড়া থাকবে না। পেট্রোল বন্ধ—যে লগ্‌বগে তিন ঠ্যাঙে ঘোড়া তিন পা যেতে সাত বার জল খায় সে বেটাদেরও এখন রেসের ঘোড়ার চেয়ে কদর বেড়ে গেছে মা! দু'কদম যেতে ৩৲ টাকা ভাড়া। তদুপরি অন্ধকার! এবার আলো জ্বেলে তোমার সন্ধি পূজো হয় কিনা দেখ!

দুর্গা। হ্যাঁরে ভূতু এসব যা ব'লছিস সব কি সত্যি?

ভূত। মা তোমার কাছে কি আমি মিথ্যে ব'লতে পারি—এর ল্যাজা মুড়ো আগাগোড়া সব সত্যি।

ভূতেশ্বর গান ধরিল

মা—মা—মা—মা—মা মাগো !

এবারের পূজা মাগো দশভূজা বড় দুর্গতিময়,

প'ড়েছিস এ, বি, সি, ডি ? বুঝিস্ ব্ল্যাক্ আউট্ কারে কয় ?

ব্ল্যাক্ আউট্ মানে যত কালো ছিল

বাহির হয়েছে মাগো

যত আলো ছিল যত ভালো ছিল

সকলেরে বলে ভাগো !

ডাইনে বাঁ-ধারে ভীষণ আঁধারে

হাঁটু কাঁপে আর হাঁটি

আমড়ার মত হয়ে আছি মাগো

চামড়া এবং আঁটি !

নন্দী ভৃঙ্গী সিঙ্গি যাইলে তাহারাও ভয় পাবে

তাদের দিব্য দৃষ্টি লয়েও মাগো আঁধারে হোঁচট খাবে।

(বলি) বিগ্রহ তোর কে দেখিতে যাবে

(মা) কুগ্রহের ফেরে

বিঁড়ি খেয়ে ফেরে গুণ্ডারা

যদি দেয় মাগো ভুঁড়ি ফেড়ে।

মা তুই বর দেওয়ার আগেই বর্ব্বরেরা এসে

ঠেসে ধ'রে নিয়ে যাবে চিত্রগুপ্তের দেশে।

চোঁয়া ঢেকুর ওঠে মা মেকুর ডাকিলে

কেঁদে উঠি ওঙা ওঙা

ঢেঁকির আওয়াজ শুনলে মাগো

ভয়ে খাড়া ওঠে রোঁয়া।

সত্য পথে মা চলিতে পারি না

পথে কাদা রাখে ফেলে,

উচিত কথা মাগো বলিতে পারি না

চিৎ ক'রে দেয় ফেলে।

এ চিত্তে শক্তি দে মা চিৎ করবো ভয়কে
ব'লবো এবার তোরে খাব
দে মা মা গো মা॥

দুর্গা। তা বাছা পূজো হ'ক না হ'ক—একবার আমায় যেতেই হবে। বচ্ছরকার দিন—ছেলেপুলে নিয়ে একবার বাপের বাড়ী যাব না। সোণালী রোদে আকাশ ভ'রে গেছে, ধানের ক্ষেতে লেগেছে হাওয়া, আমার প্রতিমা গড়ে তুলেছে ঘরে ঘরে, আমি সারা বছরের পর একবার যাব ব'লে সবাই আনন্দে আকুল হ'য়ে উঠেছে, আমার মা বাবা একবার আমাকে দেখবার জন্য অধীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন—আর আমি যাব না। থাকুক্ অন্ধকার, আমি গেলে তারা আলো জ্বালবেই।

ভূত। মা দোহাই তোমার, যেওনা। এ অন্ধকার যুদ্ধ না থামলে কাটবে না একে বলে 'ব্ল্যাক্-আউট্' আলোর দেশে যারা থাকে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে মা সেখানে গেলে।

দুর্গা। ওসব আউট্ ফাউট্ বুঝি না বাপু!

ভূত। বুঝতে হবে মা বুঝতে হবে, না বুঝলে তো চ'লবে না। ওমা মমতাময়ী—যদি আরো জানতে চাস্ মা তবে দিব্য দৃষ্টি খুলে মর্ত্ত্যের পানে চেয়ে দেখ্ মা—ঐ দেখ্ সূর্য্য ডুবছে—ঐ নিভ্‌লো আলো নিভ্‌লো—ঐ দেখ্ সোণার বোতাম বদলে লোকে ছ'পয়সার ব্ল্যাক্-আউট্ বোতাম কিন্‌ছে— ঐ দেখ অন্ধকারে মজা, কে কার ঘাড়ে পড়ে—তোর বাপের বাড়ীর লোকেদের সাহস দেখ্ মা—একটু অন্ধকারেই চক্ষু অন্ধকার!

ভূতেশ্বরের কথার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ ক্রমশঃ অন্ধকার হইতে থাকিবে ও পরে পূর্ণ অন্ধকারের মাঝে দৃশ্য পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

—দৃশ্যান্তর—

রাস্তা—কাল, সন্ধ্যা

[শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনিতে সন্ধ্যার আগমনী ঘোষিত হইতেছিল—জনৈক ভিক্ষুক পূরবীতে গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল।]

সন্ধ্যা হ'ল গো—সন্ধ্যা হ'ল
দিনের আলো মেঘের কোলে পথ হারালো।
নয়ন আমার সেই আঁধারে জ্যোতিঃ হারা
জ্বালাও আমার প্রাণে, তোমার ধ্রুবতারা
আমার মনের [illegible] কোণে তোমার প্রদীপ জ্বালো !

প্রস্থান—অপর দিক [illegible] ত ধরাধরি করিয়া [illegible] প্রবেশ করিল।

১ম দল। সন্ধ্যা হ'ল কমছে আলো—খবরদার !
সাম্‌লে থেকো নজর রেখো—অন্ধকার।

২য় দল। অন্ধকারে বন্ধ চোখে
যেওনা পথের মাঝে,
ভুললে কথা যথেষ্ট গোল
হবে সকল কাজে।
ধাক্কা খেয়ে প'ড়তে পার'
অচেনা হাত ধ'রেই কার'
খেতে পার হয়তো মার,
আলো-বিহীন সাঁঝে
পিঠের পরে চোখটি রেখো
সামনে দিকেও সমান দেখো
ভুঁড়ির ব্যালান্স রাখতে শেখো
ঢেকোনা আর লাজে !

অপর দিক দিয়া জনৈক বৈরাগী প্রবেশ করিয়া গাহিয়া উঠিল।

বৈরাগী। আলোর পরেই আঁধার আসে কিসের তোমার ভয় ?
ঘুচবে আঁধার আসবে আলো হবে তোমার জয়।
তবে একটু আলো ক'মলে পরে,
চক্ষে কেন কান্না ঝরে,
শুধু শুধু আলোর তরে
বক্ষে ব্যথা বাজে ?
হারাবে না কেউ নিশীথে
ধামা চাপা থাকবে সীতে
আসবে না তায় কেউ ভোলাতে
মায়া-মৃগের সাজে !
অতএব আর বুদ্ধি গুলে
হিসেব রেখে শিকেয় তুলে
প'ড় না আর নিজের ভুলে
খাল-খন্দ খাঁজে।

[সকলে চলিয়া গেলে দুইজন গাঁটকাটা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।]

১মা গাঁট। পূজোর বাজার একদম বরবাদ হ'য়ে যাচ্ছে বাবা। পুরো অন্ধকার যে কবে হবে কিছু ঠাওর পাচ্ছি না। এখনও ফাঁকে ফুঁকে আলো দেখা যাচ্ছে দেখছিস্ না।

২য় গাঁট। আরে ভাই, গলিতে বড় রাস্তায় সব জায়গায় চেষ্টা ক'রে দেখলুম কিচ্ছু নয় ! অন্ধকারেও বাবুদের পকেট মেরে দেখেছি সুধু ট্রমের মন্থলী আর ছোলাভাজা ছাড়া কিছু মেলে না। আর বাবা, পুলিসই কি কম ঘাঘী যেন বাঘের চোখ, ওদের চোখে ছানি পড়ে না বাবা, আমাদের পোট্‌পোট্‌ কোরে চিনে ফেলে।

১ম গাঁট। আরে ভাই, যদিও বা চিনতে গোল হ'ত পাড়ার লোকগুলোকে সব সিভিলগার্ড ক'রে ছেড়ে দিয়েছে। বেস দু' পয়সা সব কামাচ্ছে, আমাদের দফা রফা।

২য় গাঁট। এ তো বড় ফেসাদের কোথা হ'ল !

১ম গাঁট। কিন্তু মালেক, এরকমভাবে বেশিদিন চ'ললে সব কাজ কারবার বন্ধ করে দিতে হবে। অন্ধকারেই যদি কিছু 'সুবিধে না হ'ল তবে কবে আর সুখ সুবিধে হবে ?

২য় গাঁট। আরে বাবা, ঠিক ঠিক অন্ধকারই বা হ'ল কোথা ? কোর্পোরেসনের লোকেরা হফ কপ চায়ের মত কি যে হপঠুঙি পরিয়ে দিয়ে গেল বুঝতে পারি না।

১ম গাঁট। আরে আগে তো তা করেনি—শেষে যে মিটিং ক'রে একটু আলো দিয়ে দিলে।

২য় গাঁট। আরে বাবা—সোব্বস্ত যদি দেখতেই পাওয়া গেল তবে আর বেলেক—আউট্ করে কি কায়দাটা দেখালি ?

১ম গাঁট। আচ্ছা বাবা, দুদিন সবুর কর—ভোটের সময় আসুক আমাদের কত লোককে ওখানে এবার কন্‌সিলর ক'রে দিই দেখ।

২য় গাঁট। আর কি চালাকী দেখ ! একটু নজর ক'রে দেখিস, ঠুঙিগুলো কেমন নিচের দিকে বুড়োর দাড়ির মত ঝুলিয়ে দিয়েছে। আরে বাবা, নিচের দিকে ঢেকে উপর দিকে একটু আলো দিয়ে দিলে কি খারাবটা হ'ত ?

১ম গাঁট। এ দেসে ভাই সবাই লিজের লিজের লিয়ে ব্যস্ত আমাদের বোঝবার কেউ নেই।

২য় গাঁট। এই চুপ ! ঐ দেখ একটা মেয়েছেলে আর একটি ছোকরা বাবু—এই দিকে আসছে। চল্ সরে পড়া যাক্ !

১ম গাঁট। আরে চুপ করনা সালা ! এই অন্ধকারে আমাদের কে চিনবে ?

২য় গাঁট। আরে বাবা, স্থধুমুদু ঝঞ্ঝাটের কি দরকার? একটু তোফাৎ এ আয় না—যুৎ পেলেই এগিয়ে যাব।

১ম গাঁট। আচ্ছা ভাই চল্!

[গাঁটকাটাদ্বয় প্রস্থান করিতেই একটি যুবক উদ্‌ভ্রান্তভাবে আর একটি তরুণী যুবতীর সহিত প্রবেশ করিল—যুবকের নাম মাখন যুবতীর নাম মালতী]

মাখ। মালতী! মালতী! আর কতদিন তোমার এই বাড়ীর সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ক'রবো? তোমায় কি আর এ জীবনে আমি পাব না? রাত্রে পাঁচিল ডিঙিয়ে যেতে পারি কিন্তু তোমার বুড়ো যে এই ব্ল্যাক্-আউটের সময়ও উঠোনের আলোটা পর্য্যন্ত নিবোয় না।

মাল। (দীর্ঘশ্বাস) এ জীবনটাই তো অন্ধকার হ'য়ে গেল মাখন দাদা কিন্তু তবু তুমি আর পাঁচিলে উঠো না! আমার ভয় হয়—কোনদিন অন্ধকারে পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙ্গবে!

মাখ। তাতেও আমার সুখ ছিল মালতী—কিন্তু তোমার স্বামী ওখানে বসলেই যে তাড়া করে।

মাল। ওর ওপর বড্ড বেশী উঠেই যে তুমি সন্দেহ জাগালে!

মাখ। ওঃ! এই পাঁচিলই আমায় খেলে!

[কাঁদিয়া বসিয়া পড়িল]

[মালতীও প্রায় কাঁদিয়া]

মালতী। মাখন দাদা! তুমি অমন ক'রে কেঁদনা! তাহ'লে হয়তো স্বামী ছেড়ে তোমার হাত ধ'রেই আমি এই অন্ধকারে বেরিয়ে প'ড়বো।

[সহসা একটা বিড়াল ডাকিয়া উঠিল]

যাই—ওঁর আসবার বোধ হয় সময় হ'ল।—বিদায়!

[মালতীর প্রস্থান। মাখন দাদা সেইদিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ভাবাবেগে একটি রামপ্রসাদী গান ধরিয়া ফেলিল]

এমন নিধি গ'ড়ে বিধি
শেষে পাঠালে এক বুড়োর ঘরে ?
হাতের কাছেও এসে আমার
দেখি ফস্ কোরে সরে !
কত আর থাকবো ব'সে
ফেলেছি রাস্তা চ'ষে
মাথাতে ঝামা ঘ'সে
শুধু কেঁদে মরি এরি তরে।

নাঃ ! আর কাঁদবো না—মালতী যদি নবজীবনের মন্ত্র নিয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে পড়ুক—নইলে আমি আর অপেক্ষা ক'রতে পারবো না—পাড়ার যাকে পাব তারই হাত ধরে বেরিয়ে পড়বো !—এভাবে অন্ধকারে পথে পথে আর ঘুরে বেড়াতে পারিনা।

[প্রস্থানোদ্যত—এমন সময় গাঁটকাটাদ্বয় প্রবেশ করিয়া তাহার হাতটি চাপিয়া ধরিল]

২য় গাঁট। আরে মসাই—যাচ্ছ কোথা ! ভালোয় ভালোয় যা আছে সব দিয়ে দাও !

[মাখন করুণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল]

মাখন। ও তোমরা।—নাও সর্ব্বস্ব তো ভাসিয়ে দিয়েই এসেছি—এটুকু আর বুকে থাকে কেন ?

[গলা হইতে বোতাম খুলিয়া তাহাদের হাতে দিয়া চলিয়া গেল]

১ম গাঁট। কত দাম হবে রে ?

২য় গাঁট। আরে এতো দেখছি—সিসের বোতাম ! তাই সালা এক ক'থায় দিয়ে চ'লে গেল। সালা কি হারামী দেখ্।

১ম গাঁট। যাঃ বাবা !

২য় গাঁট। এই দেখ্ কতকগুলো লোক এইদিকে আসছে! দেখি চেষ্টা ক'রে কিছু সরালো যায় কিনা?

১ম গাঁট। আমার ভাই পালিয়ে একটু মুস্কিলের আছে, যদি ধরা পড়ে যাই ঠিক্ সট্‌কাতে পারবো না—তুই কায়দা করে নে।

২য় গাঁট। আমি একা কি কায়দা ক'রবো রে সালা!

১ম গাঁট। আরে বাবা—গিধ্বোড় গাটকাটার শিস্যি আমি—যা মোতলোব দোব তুই বাপের জন্মে সুনিস্‌নি! শোন্—আমি এখানে কায়দা ক'রে ভীড় জমিয়ে দোব—তুই সেই তর্কে পকিট খালি করবি।

২য় গাঁট। বহুত আচ্ছা বেটা—জীতা রহো। আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি।

[দুই জনেই অন্তরালে গেল]

১ম গাঁট। আচ্ছা আমিও একটু সরে থাকি।

[দুই তিন জন পথিকের প্রবেশ]

১ম প। যাই বল অন্ধকারটা বেশ সয়ে গেল হে!

৩য় প। সইবে না বাবা! ভগবানের কাছে এর জন্য কত প্রার্থনা ক'রেছিলুম।

১ম প। ভগবানের কাছে অন্ধকারের জন্যে প্রার্থনা করেছিলে—আশ্চর্য্য!

২য়। ভাই পাওনাদারদের ঠেলায় সন্ধ্যেবেলায় একটু হাওয়া খাওয়ার জো ছিল না—এখন গায়ে ঠেলা দিয়ে চ'লে যাচ্ছি, একবেটাও চিনতে পাচ্ছে না।

[চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ১ম গাঁটকাটার প্রবেশ]

[তাহার চাৎকারে ভীড় জমিয়া গেল]

১ম গাঃ। ওরে বাবা, কী সর্ব্বনাশ হলরে বাবা!—ওরে বাবারে বাবা!

সকলে। কি হ'ল, কি হ'ল কাঁদছো কেন ? কি হয়েছে ?

ইতিমধ্যে প্রথম গাঁটকাটা ভিড়ে ঢুকিয়া পকেট মারিতে লাগিল]

১ম গাঁট। ওরে বাবারে বাবা।

সকলে। আরে বাবা কি হয়েছে বলনা—

১ জন। কোথাও লাগলো টাগলো নাকি—

২য় জন। পা-টা একটু চুঁচে দাও না হে—ইত্যাদি

৩য় জন। হায় হায় অন্ধকারে, একটু দেখে চলতে হয় !

১ম গাঁট। আরে মশাই, অন্ধকারে এখন ষাঁড় আর মানুষ যে সমান হ'য়ে গেছে।—ওরে বাবারে বাবা !

[একজন পাগলা বুকে ও পায়ে সাইকেলের বাতি বাঁধিয়া প্রবেশ করিল—তাহার ভয় পাছে অন্ধকারে ধাকা খায়।]

পাগলা। হাঃ, হাঃ, তখন আমারে পাগল কইছিলে। এখন দ্যাহ—ধাক্কা খাইছ কি না। এই সব ঠেলাঠেলির বয়েই তো পায়ে বুকে সাইকেলের বাতি বাঁধছি ?

[চলিয়া গেল]

সকলে। যাক্ ওসব পাগলার কথা—লাগলো কোথায় ?

১ম গাঁট। ঠিকমত লাগতে পারেনি বাবু—আর একটু হ'লেই লেগে যেত খুব সামলে নিয়েছি !

সকলে। তাই ভালো—

২য়। দূর দূর যত সব বাজে হাঙ্গামা—চল চল !

[সকলে প্রস্থান করিলে ১ম গাঁটকাটা হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল]

১ম গাঁট। হাঃ হাঃ হাঃ ! দেখ্ সালা বুদ্ধিটা একবার দেখ্। কিছু হাতিয়েছিস তো !

২য় গাঁট। আরে বাবা তিন দিনের খরচা তুলে নিয়েছি।

১ম গাঁট। কত হ'ল দেখ !

২য় গাঁট। সাত টাকা—তিন পয়সা—এক আধ্‌লা!

১ম গাঁটে। লে টাকাগুলো বাজিয়ে লে!

[১ম গাঁটকাটা বাজাইয়া দেখিল—অচল]

২য় গাঁট। দুর সালা, এ যে সব ঢোব্‌ ঢোব্‌ কর্চ্ছে!

১ম গাঁট। যাঃ বাবা! আমাদের চেয়ে দেখছি পবলিক এখন চালাক হ'য়ে গেছে।

২য় গাঁট! চল্‌, এখানে দাঁড়িয়ে কিছু সুবিধে হবে না।

১ম গাঁট। জরুর হোবে। এ জায়গাটা বেশ আঁধারি আছে! নাঃ, এখানেও দাঁড়ানো চ'ললো না—দেখ্‌ এক সালা অন্ধকারে কি রকম পট্‌ পট্‌ বাতি জ্বালছে। চল্‌ চল্‌ সরে পড়ি।

[তাহাদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র সঙ্গীত সহযোগে দৃশ্যান্তর ঘটিল]

—দৃশ্যান্তর—

[গোপীকান্ত পরামাণিকের বাড়ী—গৃহিণী আলোটি সবে মাত্র নিবাইয়াছেন এমন সময় রাগতঃ ভাবে কর্ত্তা ঘরে প্রবেশ করিয়া সুইচ টিপিয়া বলিয়া উঠিলেন—]

গোপী। জ্বালো বাতি—দেখি, কে কি করে? আলো আলো, জ্বালবে না—ইয়ার্কি! রেখে দাও নোটিশ!—আমার বাড়ী, আমার ঘর আমার আলো!—আমি ইচ্ছে হ'লে জ্বালবো, ইচ্ছে হ'লে নেবাবো! আমি কার তোয়াক্কা রাখি?

গিন্নী। ওঃ! কি আমার বীরপুরুষ রে! সারা দেশের লোক যা কর্চ্ছে, উনি তা ক'রবেন না! তোমার ঐ এক অন্যায় গোঁয়েতে সব সময় দেখেছি তুমি ঠক।

গোপী। যাও, যাও! আর ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ ক'রো না—স্ত্রীলোকের বুদ্ধি নিয়ে চ'ললে আর আমায় ক'রে খেতে হ'ত না।

গিন্নী। কার বুদ্ধিতে খাচ্ছ শুনি? নিজের বুদ্ধি তো যতবার খাটাতে গেছ ততবার বিশ্বে বেরিয়ে পড়েছে। একটা মশারি খাটাতে যে তিনবার উল্টে পড়ে সে আবার বুদ্ধি খাটাবে! আ মরণ!

গোপী। দেখ, আমি রাগিনা তো রাগিনা—কিন্তু রাগলে আমার—

গিন্নী। কাছা কোঁচার ঠিক থাকে না—তা' আমি জানি।

গোপী। গিন্নী, আমি কিন্তু সত্যি রাগছি!

গিন্নী! যাও, যাও তোমার মত ঢের লোকের রাগ আমি দেখে এসেছি!

গোপী। তার মানে? আমি ছাড়া আবার লোক দেখে বেড়াচ্ছ?

গিন্নী। হ্যাঁ বেড়াচ্ছি, কি ক'রবে?

গোপী। কি ক'রবো? হুঁ! কি ক'রবো?

গিন্নী। হ্যাঁ, বল না কি ক'রবে?

গোপী। আচ্ছা দেখো—করবার মত সময় এলে কিছু ক'রতে পারি কি না দেখাবো?—আমাকে তুমি যা অবগেরাহি ক'রছো, তার মজা দেখিয়ে কাঁদিয়ে ছাড়বো ব'লে দিচ্ছি—হাঁ!

গিন্নী। আচ্ছা, আমিও দেখবো তোমার কত মুরোদ!

[গণশার প্রবেশ ও গিন্নীর প্রস্থান]

গণেশ। বাবা, মাষ্টার মশাইকে কাল থেকে আসতে বারণ ক'রে দিয়েছি!

গোপী। কেন?

গণেশ। মাষ্টার মশাই ব'লছিলেন রাত্রে অন্ধকারে কি ক'রে পড়াবেন?

গোপী। অন্ধকার কোন চুলোয় হ'য়েছে? তোমাদের কি চোখের দোষ হ'য়েছে?

গণেশ। সব্বাই তো অন্ধকার ক'রে দিয়েছে—শুধু আমরাই আলো জ্বালছি—মাষ্টার মশাই ব'ললেন আমাদের ফাইন হবে।

গোপী। তোমাদের মাষ্টারের গুষ্টির পিণ্ডি হবে।—ফাইন হবে! ব'লে দিবি—ওসব ঢের হুজুগ আমরা দেখেছি—আলো নেবাবো না।

গণেশ। না বাবা, যদি বোমা পড়ে।

গোপী। তাহ'লে তোমার মত গোবরপোরা কতকগুলো মাথা হাল্কা হ'য়ে যাবে—যত সব হুজুগের মরণ!

[পটলার প্রবেশ]

পটলা। বাবা, আমাদের বাইরের ঘরের আলোগুলোর একটা ক'রে ঠুঙি কিনে এনো!

গোপী। কেন?

পটলা। তা না হ'লে যে বাইরে আলো যাচ্ছে!

গোপী। যাচ্ছে তো কি হচ্ছে? আলোটা বাইরে পড়বার জন্যেই তৈরী হয়েছে! তার মানে তোমাদের ফাঁকি দেবার একটা উপায় বার ক'রেছ! সব বদমাইসি আমি বুঝি—এখুনি বৈঠকখানায় গিয়ে পড়তে ব'সবি, তা না হ'লে মেরে হাড় ভেঙ্গে একেবারে ছাতু ক'রে দোব!—গণ্‌শা—পট্‌লা—সোজা।

[বৈঠকখানার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আদেশের ভঙ্গী—পটলা ও গণশার দৌড়াইয়া প্রস্থান]

বেশ ব্ল্যাক্-আউট্ হ'য়ে মজা হ'য়েছে। যুদ্ধ্—যুদ্ধ্—আমরা আর যুদ্ধ্ দেখিনি!

[গিন্নীর প্রবেশ]

গিন্নী। হ্যাঁ, চিরকাল যাত্রার দলের যুদ্ধ্ দেখে এসেছ—তোমার সব তাতে বাড়াবাড়ি। খবরের কাগজটা পড়—আমি যে মুখ্যু সুখ্যু মানুষ—আমি যা বুঝি তোমার তা' বোঝবার জ্ঞান নেই!

গোপী। না, আমি কচি খোকা—আমার বোঝবার জ্ঞান নেই—যত

বুঝদার তুমি ? যে যাই বলুক, আলো আমি নেবাবো না বরং যে বাতিগুলো জ্বলছে না ওগুলোকে সব ঠিক ক'রে রেখে দোব ! আলো নেবাবে ? অত যদি নেভাবার সখ তো বাতির কারখানা বন্ধ করে দিক্। যুদ্ধ্ হ'চ্ছে সেখানে—আমরা এখানে আলো নিবিয়ে ব'সে থাকবো কেন ?

গিন্নী। এদিকে যদি যুদ্ধ্ এগিয়ে আসে—তখন ?

গোপী। দরজায় খিল দিয়ে ব'সে থাকবো !—রাস্তায় না বেরুলেই চ'লবে !

গিন্নী। সাধে আর বলি এমন বুদ্ধি না হ'লে আর আমার বরাতে এস !

গোপী। ওটা ঠিকই ব'লেছ, ঐ জায়গাটাতেই আমি ভয়ানক আহাম্মক হ'য়ে গেছি—তা না হ'লে এত লোকের স্ত্রী ছেড়ে তোমাকে স্ত্রী ক'রলুম কেন ?

গিন্নী জেনো, আমাকে পেয়েছিলে ব'লে এ জন্মটা তরে গেলে, কিন্তু, এখন যা কাণ্ডটা ক'রছো—তাতে আর আমি ঠেকাতে পারবো না। এখনও ভালর জন্যে ব'লছি—আলোগুলোর একটা ঢাকনি ক'রে দাও ! তাতে কাজের কোন অসুবিধে হবে না।

গোপী। কভি দেগা নেই !—দাম দোব পুরো আলোর আর আর্দ্ধেক আলো ভোগ ক'রবো—চালাকী !

[গণশা ভীতভাবে প্রবেশ করিয়া—]

গণ। বাবা, পুলিশ !

গোপী। পুলিশ ? কেন ?

গণ। ব'ললে খোকা শিগ্গির আলো নিবোও নয় ঢাকো, নইলে তারা আমাদের ধ'রে নিয়ে যাবে ! অ, মা কি হবে ?

[মায়ের আঁচল ধরিল]

গোপী। থাম্, থাম্ বুড়ো হাতি ছেলে—পুলিশ দেখে একেবারে কেঁদে

ফেল্‌লে—পুলিশের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—লোকের বাড়ী আলো নিবিয়ে বেড়াচ্ছে !

গিন্নী। দেখ না—একটু এগিয়ে।

গোপী। আমি এগোবো কেন ? দরকার হয় তারা এগিয়ে আসুক্ !

গিন্নী। গণ্‌শা, যা ডেকে নিয়ে আয় এইখানে—আমি ভেতরে যাচ্ছি ! বীরপুরুষের বড়াইটা একবার দেখি !—

[প্রস্থান, গণশা পুলিশ ডাকিতে গেল, উত্তেজিতভাবে গোপী ঘরে পাইচারী করিতে করিতে]

গোপী। দেখাবো না কেন ?—কেনই বা দেখাবো না—আমি কি চোর—না জোচ্চোর—না—

[ভীতভাবে]

তাইতো পুলিশ কেন এলরে বাবা !

[গণশা এ, আর, পি ভলাণ্টিয়ারকে লইয়া প্রবেশ করিল]

এ-আর-পি। নমস্কার !

[গোপী তাহার দিকে না চাহিয়া ভক্তিভাবে নমস্কার করিল সহসা এ-আর পির বেশ দেখিয়াই চড়াভাবে বলিয়া উঠিল]

গোপী। নমস্কার !—ও, আপনি ! কি মশাই, রাতবিরেতে ভদ্রলোকের বাড়ীতে গোলমাল কর্চ্ছেন !

[বিনীত ভাবে]

এ-আর। আজ্ঞে গোলমাল তো কিছু কর্চ্ছি না—আপনারা জানেন, বাইরেতে যাতে আলো না পড়ে তার জন্যে হুকুম হয়েছে, কিন্তু আপনি এখনও আলো ঢাকা দেন নি তাই আমি নেবাতে ব'লেছি।

গোপী। আপনি ব'লবেন আমার বাড়ী আলো নেবাতে, কেন, কে মশাই আপনি ?

এ-আর। আজ্ঞে, আমি এ-আর-পির লোক, এই আমাদের কাজ!

গোপী। ভদ্রলোকের বাড়ী উঁকি মেরে মেরে আলো নেবানো?—বাঃ, বাঃ, বাঃ—খুব কাজ পেয়েছ?

এ-আর। আপনি শুধু শুধু রাগ কচ্ছে'ন—বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পাচ্ছে'ন না!

গোপী। আরে, যাও, যাও! ছেলেবেলা থেকে গুরুমশাই ভারী গুরুত্ব বোঝাতে পারলে—তুমি এলে আমায় গুরুত্ব বোঝাতে।

এ-আর। দেখুন আগে থেকে সব জিনিসের জন্যে একটু সাবধান হওয়া ভাল নয় কি?

গোপী। সাবধানের সঙ্গে আলো নেবাবার সম্পর্কটা কি?

এ-আর। দেখুন, ওপর থেকে কোন ফাঁকে যদি শত্রুর বিমান নীচের আলো দেখতে পায় তাহলে যে সহরকে সহর উড়ে যাবে।

গোপী। আমার বাড়ী যে সহরকে আলো ক'রে রয়েছে এ তো তোমার মুখেই আজকে শুনলুম সোনারচাঁদ! তুমি যাও! আমি কিসিকো বাত নেই শুনেগা!

এ-আর। আপনি একটা ডিসিপ্লিনের খাতিরেও এটা ক'রবেন না?—এখন থেকে অভ্যাস না রাখলে, সত্যিকার বিপদ এলে আপনি আপনার পরিবারবর্গ সকলে যে দিশেহারা হ'য়ে পড়বেন।

গোপী। আমার পরিবারবর্গের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি যাও! ইন্সিওরের দালালী করগে। যা করতে পার—করগে!

এ-আর। তাহ'লে আমাকে বাধ্য হয়ে রিপোর্ট করতে হ'ল।

গোপী। যাও, যাও, যা খুসী পার করগে।

এ-আর। ভেবেছিলুম আপনি বাঙালী—আপনাকে আর প্রসিকিউশনটা করাবো না কিন্তু আপনি—

গোপী। আরে যাও, যাও। কী আমার প্রসিকিউশন-করনে-ওয়ালারে! তোমার মত ঢের এ-আর-পি আমি দেখেছি।

এ-আর। আপনি তো বড় ছ্যাঁচড়া লোক মশাই।

গোপী। খবরদার বলছি আর একটা কথা কইবে না। মেরে হাড় ভেঙ্গে দোব!

এ-আর। আচ্ছা! আমি চীফকে রিপোর্ট ক'রতে চল্‌লুম।

গোপী। গেট্‌আউট্‌! গণশা, বেটাচ্ছেলে পেছনে পেছনে আগে যাও, সদর বন্ধ ক'রে এস।

[গণশা তথমত খাইয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না গোপী চটি খুলিয়া তাড়া করিতেই গণশার প্রস্থান, গিন্নীর আর একদিক দিয়া প্রবেশ]

গিন্নী। আচ্ছা, সত্যি তুমি একটা কাণ্ড না বাধিয়ে আর ছাড়বে না। ওদের কথা শোনই না—আলোটার ব্যবস্থা সবাই ক'রলে আর তুমি ক'রবে না?

গোপী। ওরে বাবা—আমি কি পাগল হ'য়ে যাব? ওরা যা ব'লবে তাই শুনতে হবে—ওরা যদি কালকে তোমায় বিলিয়ে দিতে বলে—তাই দোব?

গিন্নী। তা দিতে পারলে তো তুমি বাঁচতে, কিন্তু ওদের তো আর তোমার মত মাথার গোল হয়নি যে তাই ব'লবে?

গোপী। আজ ব'লছে না—কাল ব'লবে!

গিন্নী। হ্যাঁ, বলবে? এমনি একটা অন্যায় ব'ললেই হ'ল কিনা?—আসল কথা তোমার সব তাতে বাহাদুরী দেখানো একটা অব্যেস!

[পটলার প্রবেশ—হাতে একটি কাগজ]

পটলা। বাবা. নোটিশ!

গোপী। কিসের নোটিশ?—দেখি!—হুঁ দেখেছ ব্যাটার বদ্‌মায়সী—

এখুনি গিয়েই শমন জারি ক'রেছে—বেটা ছ' আনার এ-আর-পি বজ্জাতি দেখ—লিখছে কাল সকালেই পুলিশ আপিসে যেতে হবে।

গিন্নী। হ'ল তো?—এইবার দণ্ড দিয়ে এস। তোমার একটু শিক্ষা হওয়া দরকার।

[রাগতঃ ভাবে]

গোপী। হ্যাঁ হবে—কচু হবে—যাব, দেখি কি হয়? গবর্ণমেণ্টের রাজত্বে টেক্সো দিয়ে বাস ক'রছি, আমি কার তোয়াক্কা রাখি।

গিন্নী। যার রাজত্বে বাস করবে তার কথাটা শুনতে হবে না? ঐ যে বল্লুম, সবেতে বাড়াবাড়ি একটা অভ্যেস! তোমার একটা না কিছু ঘটলে তো বুদ্ধি খুলবে না? পট্লা তুই আলোটা নিবিয়ে দেতো!

গোপী। খবরদার পটলা—সুইচে হাত দিয়েছ কি অমনি খুন হ'য়ে গেছ।

গিন্নী। আচ্ছা, আমি দিচ্ছি!

[পটলা ভড়কাইয়া থামিয়া গেল গিন্নী গিয়া সুইচ টিপিয়া দিলেন ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। গোপী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া গেল]

গোপী। আলো নেবালে যে বড়।—আমি জানতে চাই এবাড়ীর কর্ত্তাটা কে?

গিন্নী। তুমি। তার হয়েছে কি—আমিও এ বাড়ীর গিন্নী।

গোপী। আমি বাড়ীর কর্ত্তা হ'য়ে যে আইন ক'রবো সেটা তোমরা মানবে না!

গিন্নী। না, তোমার চেয়ে গভর্ণমেণ্টের আইনটা ঢের বড়।

গোপী। তাহ'লে তাকে নিয়েই ঘর করগে! আলো নিবিয়ে ভাবছো তুমি আমার ওপর যাবে। আমি বুঝি জ্বালতে পারি না?

[আলো জ্বালিল]

গিন্নী। আমি বুঝি আর নিবোতে পারি না ?

[নিভাইয়া দিল]

গোপী। তুমি কতবার নিবোবে নেবাওতো দেখি ?

[জ্বালিল]

গিন্নী। তুমিও কতবার জ্বালবে জ্বালতো দেখি !

[নিভাইল]

[অবিরত কর্ত্তা গিন্নী—আলো জ্বালিতে ও নিবাইতে লাগিলেন শেষে গোপীকান্ত বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া বলিল—]

গোপী। চুলোর দোরে যাক্ সব—মরগে !

[দ্রুত প্রস্থান। ঘর অন্ধকার। গোপীর দুই কন্যা খেঁদী আর বুঁচি চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া ঘরে লাফাইতে লাগিল]

খেঁদী ও বুঁচি। অমা—আরসোল্লা ! আরসোল্লা !

[পটলাও "আরসোল্লা" শুনিয়া লাফাইতে লাগিল—চীৎকারে গিন্নীর মাথা গরম হইয়া গেল]

গিন্নী। কচি খুকী সব—চুপ কর পোড়ারমুখী—চুপ কর।

খেঁদী। অ-মা-গো।

গিন্নী! হতচ্ছাড়া মেয়ে, যেমনি উনি—তেমনি ছেলেপুলে গা—হাড় ভাজা ভাজা হ'য়ে গেল। পট্‌লা—দে আলোটা জ্বেলে দে।

[পটলা বার দুই সুইচ টিপিল, দেখিল জ্বলিতেছে না]

পটলা। কিছু তো জ্বলছে না মা—বোধ হয় ফিউজ হ'য়ে গেছে।

সকলে। এ্যাঁ ফিউজ হ'য়ে গেছে !

[যন্ত্র সঙ্গীত সহযোগে—দৃশ্যান্তর]

দৃশ্যান্তর

পাশের বাড়ী কক্ষ

জনৈক বর। পাশের বাড়ীতে ফিউজ হয়ে গেল। কিন্তু এবাড়ীটায় ফিউজ হচ্ছে না কেন ঠাকুর! বিয়ে করে ক'নেকে নিয়ে একটু একা থাকবার যো নেই। এরা খবরের কাগজ দিয়ে আলো ঢেকে রেখেছে। তাতে কি ঠিক অন্ধকার হয়? বাবারে বাবা! পুরো অন্ধকার নাহলে শ্যালীদের হাত থেকে বউকে তফাৎ করা যে বড় শক্ত! হে ভগবান ব্ল্যাক-আউটকে সার্থক কর!— আমার বিয়ের বছরটা অন্ততঃ ঘন ঘন রাত্তিরে ফিউজ ক'রে দাও।

[দু'জন শ্যালীকার প্রবেশ]

নব বধু ও সখিগণের—গীত

আছে তো ঢাকা আলো তোমার ঘরে
হয়নিতো ফিউজ একেবারে?
হুঁসিয়ার—সামলে চ'লো
একটু আলো তাও যে ভালো
দেখো কাজের চরম রম্-রমা-রম্
নেভেনা একেবারে!

ঘোমটা আড়ে নতুন বোয়ের মিষ্টি হাসি
সে যে গো সাংঘাতিকা প্রাণনাশী
সে যে গো মিঠে কত, জানে তা নতুন বরে!
একটু আলোর কদর কি গো করে বর্ব্বরে?

(নতুন বরের প্রবেশ।) গীত

[নববধূকে লইয়া সখিদের প্রবেশ]

আড় ঘোমটার কদর সখি আমি বুঝি
তাইতো আমি চলে এলাম সোজাসুজি
তোমার পাশে
এখন দাসে
হাতধরে নে বসাও সখি হৃদি কন্দরে ॥

বধূ। ওলো সই বলনা ওকে !
ও যেন সরে থাকে
পিয়াসী প্রাণ চাতকী
লোকে বলবে কি ?
যদি ভরসন্ধ্যেয় ঘরে ঢুকি সোয়ামীর হাত ধ'রে !

বর। লোকে বলবে কি ?
এঁ্যা-লোকে বলবে কি ?
বিশ্বজুড়েই চ'লছে নাকি পরম ঢাকাঢাকি ?
আপনার বেলা দোষ নেই পরকে পেলেই ঠেঙ্গিয়ে দেই
এ চালাকি সইবো নাকি ?
চোখ রাঙানীর ডরে ?
যখন রাতের মেয়াদ বেড়েগেছে ব্ল্যাক্-আউটের বরে।
এমনিতেই তো পাই না দেখা তোমার সকাল সাঁঝে।
সারাদিনই ব্যস্ত থাক কাজে-আর কাজে।
শাশুড়ি আর ননদিনি
পাহারা দেন দিনমণি
ঘিরে আছেন বাঘিনী সব ওৎপেতে অন্দরে।
কখনই বা পাই তোমাকে ?
একটু যদি এই ফাঁকে—
সকাল সকাল পেলাম তোমায় থেকো না আর সরে।
হাত ধ'রে নে তোল সখি তোমারি ওই ঘরে
এই স্বামী দেবতারে
আজ ব্ল্যাক-আউটের বরে ॥—দৃশ্যান্তর

দৃশ্যান্তর

ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘর

[ম্যাজিষ্ট্রেট্, পেশকার, এ-আর-পি ভলান্টিয়ার, দুই জন পাহারাওয়ালা। পেশকার একজন আসামীর নাম ডাকিয়া একখানি কাগজ ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে আগাইয়া দিতেছেন। পাহারাওয়ালা আসামীর নাম ধরিয়া ডাকদিয়া কাঠগড়ায় হাজির করাইতেছে।]

পেশ। কালাচাঁদ পতিতুণ্ডি !

পাহা। কেলাচাঁদ পতিতুণ্ডি হাজির ! কেলাচাঁদ—

[গ লবস্ত্র হইয়া কালাচাঁদের প্রবেশ]

ম্যাজি। আলো ঢাকা দাওনি কেন ?

কালা। আজ্ঞে, আমার দোকানে বড্ড চুরি হয়—সব জায়গায় চোখ রাখবো বলে ওটা আর ঢাকিনি !

ম্যাজি। তোমার দোকানে কটি চোর পোষা আছে ?

কালা। আজ্ঞে হুজুর, আমার এক বেটা ভাগ্নে আছে—সে বেটা চোরের সর্দার। কট্‌কটে আলোতেই যা কাঁচাপয়সা রোজ সরায় তাতেই অস্থির হ'য়ে ওটা আর ঢাকিনি—সবাই বল্লে তাহ'লে আমাকে শুদ্ধ্ সরাবে।

ম্যাজি। পুলিশে খবর দাও নি কেন ?

কালা। আজ্ঞে হুজুর, তিনবার জেল খেটে এসেছে—ছেলেমানুষ আর আর পারবে না বলে ওর মা ধরলে—তাই দোকানেই রেখেছিলুম, কিন্তু হুজুর ওর জন্যে দেখেছি আমাকেই বুঝি জেলে যেতে হয়।

ম্যাজি। জরিমানা ষাট টাকা।

[আসামী কাঠগড়া হইতে নামিয়া গেল]

পেশ। চিন্ময় চতুর্ব্বেদী !

পেশ্কার। চিম্‌নি চতুর্বেদী হাজির—চিম্‌নি!

[চিন্ময় চতুর্ব্বেদী কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল]

ম্যাজি। আপনার নাম চিন্ময়?

চিন্ম। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর!

ম্যাজি। সরকার থেকে আলো ঢাকবার জন্যে সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছিল—আপনি জানতেন না?

চিন্ম। আজ্ঞে হুজুর, জানতুম। কিন্তু রাস্তায় সব আলো ঢাকা দেখে ভাবলুম, অনেক তো হ'য়েছে আবার বাড়ীতে কেন—সেই ভেবে আর খামকা ঠুঙিটা পরাইনি।

ম্যাজি। ভাববার বাহাদুরী আছে! আপনি একটু আগে বলেছেন যে জেনে শুনে আপনি একাজ করেছেন—অর্থাৎ ইচ্ছে ক'রে আপনি সরকারী আইন ভঙ্গ ক'রেছেন।

চিন্ম। আজ্ঞে, ঠিক ইচ্ছে করে নয়—ওটা কিরকম [illegible]র হ'য়ে গেছে।

ম্যাজি। কিন্তু আমি যদি বলি ইচ্ছাপূর্ব্বক সকলকে বিপদগ্রস্ত করবার জন্যে আপনি খোলা আলো জ্বেলেছিলেন?

চিন্ম। এতে যে হুজুর কখনো বিপদ হ'তে পারে তা' পূর্ব্বপুরুষদের আমল থেকে তো কারুর মুখে শুনিনি।

ম্যাজি। আপনি কি ভেবেছিলেন যে সরকার বাহাদুর এতগুলো লোকের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?

চিন্ম। আজ্ঞে না—আমরা কি তার যুগ্যি!

ম্যাজি। তবে?

চিন্ম। আজ্ঞে যুদ্ধের সঙ্গে আলো নেভাবার সম্পর্কটা কি তা হুজুর সত্যি কথা বলতে কি আমি আজও বুঝিনি।

ম্যাজি। আপনাকে এ-আর-পির লোক কিছু বলেনি?

চিন্ম। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা একটু ব'লেছিল।

ম্যাজি। কি ব'লেছিল?

চিন্ম। ব'লেছিল যুদ্ধ এখানে নাও হ'তে পারে কিন্তু তবু সাবধানের মার নেই—যদি কোন বিপদ হয় তখন একেবারে আতান্তরে প'ড়বেন, তাই আগে থেকে সব রকম অসুবিধের মহলা দিয়ে নেওয়া হ'চ্ছে।

ম্যাজি। তবু শোনেন নি কেন?

চিন্ম। আজ্ঞে, পাড়ার একটা ছেলে ছোকরার কথা শুনবো সেই ভেবে।

ম্যাজি। তাহ'লে বুঝতে পার্চ্ছেন—নাগরিক হিসেবে আপনি কর্ত্তব্য করেন নি?

চিন্ম। আজ্ঞে হুজুর বাপের প্রতি—মায়ের প্রতি কথনো কর্ত্তব্য করিনি তাই ওটা অনভ্যেসের দোষে একটা গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রে ফেলেছি।

ম্যাজি। আচ্ছা যান্!—আপনি নিজমুখে অপরাধ স্বীকার ক'রেছেন অতএব আপনাকে আমি মাত্র পঁচিশ টাকা জরিমানা ক'রলাম—আর ভবিষ্যতে যেন মনে থাকে যে সরকারী আদেশ অগ্রাহ্য করায় লাভের চেয়ে লোক্‌সানই বেশী। মনে রাখবেন সরকার আপনাদের রক্ষা করবার জন্যেই আগে থেকে এইভাবে সকলকে অভ্যেস করিয়ে রাখছেন। যান্!

[চিন্ময়ের প্রস্থান]

পেশ। ন' কড়ি মজুমদার।

পুলি। ন কৌড়ি মজাদার হাজির—নকৌড়ি।

[জনৈক অতি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন]

ম্যাজি। আপনার নাম ন কড়ি?

নক। আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর!

ম্যাজি। আপনার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ হ'য়েছে তা' সত্যি?

নক। আজ্ঞে, তা বোধ হয় ই'য়ে নয়!

ম্যাজি। ফের্‌, মিথ্যে কথা ব'লছেন?

নক। আজ্ঞে, হ্যাঁ!

ম্যাজি। আপনাকে সাতদিন যাতে বাড়ীর বাইরে আলো না পড়ে এবং তার একটা ঢাক্‌নি যাতে করা হয়—তারজন্যে বারবার আপনাকে সতর্ক করা হ'য়েছিল কিনা?

নক। আজ্ঞে হুজুর, তা' হয়েছিল।

ম্যাজি। আপনি তা শোনেন নি কেন?

নক। আজ্ঞে, তার কারণ আছে।

ম্যাজি। কারণটা কি?

নক। আজ্ঞে, সে পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মত নয়।

ম্যাজি। আদালতের তা' শোনবার অধিকার নেই বলে মনে করেন?

নক। আজ্ঞে হুজুর, সে-সব ঘরের কেচ্ছা!

ম্যাজি। ঘরের খবরের সঙ্গে আমাদের কোন দরকার নেই—কিন্তু তার সঙ্গে আলো ঢাকা দেওয়ার কি সম্বন্ধ?

নক। আজ্ঞে, দুটোর সঙ্গে ভয়ানক যোগ আছে।

ম্যাজি। সেটা কি তা' জানা দরকার!

নক। আজ্ঞে, আলো ক'মলে ভয়ানক অসুবিধে।

ম্যাজি। আপনি কি মনে করেন সে অসুবিধেটা শুধু আপনাকে একা ভোগ ক'রতে হ'চ্ছে?

নক। বোধ হয় নয় হুজুর—আমার মত অবস্থা বোধ হয় কারুর নয়।

ম্যাজি। কি রকম?

নক। আজ্ঞে, আমার চতুর্থ পক্ষ!

ম্যাজি। চতুর্থ পক্ষ!

নক। আজ্ঞে হ্যাঁ!

নক। সেই কথাটাই তো ব'লতে বাধছে হুজুর!

ম্যাজি। বাজে কথা রেখে দিন্! ব্যাপারটা কি চট্‌পট্ তাড়াতাড়ি খুলে বলুন!

নক। আজ্ঞে হুজুর, আমার চতুর্থ পক্ষটির কি রকম চনমনে ভাব। ওর মাখনদাদাকে আটকাতে আমার এই অবস্থা। ছোকরা আমায় দিনরাত বাড়ী এসে আলো নিবিয়ে থাকবার উপদেশ দিত; ব'লে আমি জোর ক'রে আলো জ্বালিয়ে রাখতুম। সেই থেকে আর কারুর কথা শুনিনি।

ম্যাজি। আলো না নিবিয়ে ঢেকে রাখতে পারতেন?

নক। আজ্ঞে, ঐ মাখনদাদাটির ভয়ে পারিনি। একটু অন্ধকার হ'লেই ওর সুবিধে।

ম্যাজি। আপনার স্ত্রীর কি রকম দাদা?

নক। আজ্ঞে হুজুর ওর সাতগুষ্টির কেউ নয়। আজকাল পাইকিরি হিসেবে যেমন পথে ঘাটে দাদা পাওয়া যায় সেই রকমের।

ম্যাজি। আপনার যদি তাকে এত সন্দেহ—বাড়ীতে ঢুকতে দেন কেন?

নক। আজ্ঞে, আমি ঢুকতে দোব কেন? ছোকরা পাঁচিল ডিঙিয়ে আসে।

ম্যাজি। তার বয়েস কত?

নক। তা' বছর একুশ হবে।

ম্যাজি। আপনার স্ত্রীর বয়েস কত?

নক। আজ্ঞে, এই আশ্বিনমাসে সাড়ে ষোলয় প'ড়বে!

ম্যাজি। আপনার বয়েস কত?

নক। আজ্ঞে, বেশী নয় এই সাতাত্তর!

ম্যাজি। ওঃ, হরিবল্! একশো টাকা জরিমানা।

নক। হুজুর! [পুলিশ নকড়িকে সরাইয়া দিল]

পেশ। ১১৭নং আসামী, গোপীকান্ত পরামাণিক!

পুলি। গোপীকান্ত্ পরামাণি হাজির—গোপীকান্ত্!

[গোপীকান্ত ভীতভাবে প্রবেশ করিয়া যোড়হস্তে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল]

ম্যাজি। আপনার নাম গোপীকান্ত পরামাণিক?

গোপী। আজ্ঞে হঁ্যা, হুজুর!

ম্যাজি। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনটি—আলো ঢাকা না-দেওয়া—এ, আর, পির লোকের নিষেধ সত্ত্বেও আলো জোর ক'রে যাতে ঘরের বাইরেও পড়ে তার জেদ রাখা—তৃতীয়, এখনও ঠিক সেই রকম ভাবে আলো সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করা! এই অভিযোগগুলি কি সত্যি?

গোপী। আজ্ঞে, আমায় তো কেউ বলেনি।

ম্যাজি। বলেনি মানে?

গোপী। বলেনি মানে—ইয়ে—কেউ সাবধান ক'রে দেয়নি তো। আমি ছাপোষা লোক হুজুর—এত হাঙ্গামা আমি আগে বুঝতে পারিনি।

ম্যাজি। আলো ওরকম ভাবে জ্বালা যে নিষেধ ছিল তা' আপনি জানতেন না?

গোপী। আজ্ঞে না, আমি তো আগেই ব'লেছি হুজুর যে আমি কোন নোটিশ পাইনি।

ম্যাজি। খবরের কাগজও পড়েন না?

গোপী। আজ্ঞে তা পড়ি।

ম্যাজি। তবে এ সম্বন্ধে কিছু জানতেন না ব'ললেন কেন?

গোপী। আজ্ঞে হুজুর, সে সব পুরোণো খবরের কাগজ—ঠোঙা তৈরী করবার জন্যে সের দরে দোকানে যা বেচে তাই কিনে এনে, পড়ি।

ম্যাজি। বটে! আপনাকে যখন আলো ঢাকবার জন্যে সবাই অনুরোধ ক'রেছিল এমন কি এ-আর-পির লোক গিয়ে বারণ ক'রেছিল তখন কি ব'লেছিলেন?

গোপী। আজ্ঞে—একটু ঘুরে আসতে ব'লেছিলুম!

ম্যাজি। হুঁ, তারপর এখন কোথায় ঘুরতে হ'চ্ছে দেখতে পাচ্ছেন!

গোপী। আজ্ঞে শুধু, উকীলবাবুর বাড়ী, নিজের বাড়ী আর এইখানে!

ম্যাজি। একথা কি আপনি সত্যি নন ব'লতে চান যে এ-আর-পির লোক আপনার কাছে গিয়ে খুব ভালভাবে বলা সত্ত্বেও আপনি তাদের কোন কথা শোনেন নি—বরং অপমান ক'রেছেন।

গোপী। আজ্ঞে হুজুর! ওসব একেবারে মিথ্যে! আমি খুব মিষ্টি ক'রেই ব'লেছিলুম—তা' ওঁদের বড্ড বেশী রাগ, চট্ ক'রে চ'টে গেলেন!

ম্যাজি। মিষ্টি ক'রে ব'লেছিলেন মানে?

গোপী। মানে—মিনতি ক'রে ব'লেছিলুম—অবিশ্যি চা খেতে বলিনি।

ম্যাজি। আপনার বাড়ীতে কোন কিছু খাবার প্রত্যাশায় তারা যায়নি—তারা গেছলো সরকারী কাজে—কিন্তু আপনি তাদের যা নয় তাই ব'লেছেন।

গোপী। আজ্ঞে, সে রকম হুজুরের কাছে নালিশ জানাবার মত তো কিছু বলিনি।

ম্যাজি। কি ব'লেছিলেন?

গোপী। আজ্ঞে ব'লেছিলুম আমার বড় ভূতের ভয় আলো নিবিয়ে থাকতে পারিনা।

ম্যাজি। এই কথা ব'লেছিলেন? তাঁরা কি আলো নেবাতে ব'লেছিলেন না ঢাকতে ব'লেছিলেন?

গোপী। আমার তো হুজুর ঢাক্ ঢাক্ গুড়গুড়ের কিছু নেই—তাই কিছু ঢাকিনি !

ম্যাজি। কিন্তু, এখন তো সত্যিকথাকে ঢাকছেন দেখতে পাচ্ছি ! সরকারী আইন কি জানেন না ?

গোপী। আজ্ঞে আইন টাইন তো কখনও পড়িনি !

ম্যাজি। চুরি ক'রলে জেল হ'য়ে জানেন !

গোপী। আজ্ঞে, তা জানি।

ম্যাজি। সেটা কি আইন প'ড়ে শিখেছিলেন ?

গোপী। আজ্ঞে না—ছেলেবেলায় শুনেছিলুম কিন্তু এসব তো কখনও শুনিনি।

ম্যাজি। জগতে এখন সব চেয়ে বড় ঘটনা কি ঘটছে ব'লে মনে হয় ?

গোপী। আজ্ঞে, কাপড়ের দর আগুণ হ'চ্ছে—পূজোর সময় কাউকে আর কিছু দিতে হবে না !

ম্যাজি। কেন এসব হ'চ্ছে বলুন তো ?

গোপী। হুজুগে !

ম্যাজি। হুজুগটা কতদিন আরম্ভ হ'য়েছে বলুন তো !

গোপী। আজ্ঞে যুদ্ধের সময় থেকে।

ম্যাজি। যুদ্ধটাও কি একটা হুজুগ ব'লে মনে করেন ?

গোপী। আজ্ঞে, তা ঠিক মনে করিনা তবে যুদ্ধ হ'চ্ছে অনেক দূরে এখানে কাপড়ের দর চ'ড়ছে কেন ?

ম্যাজি। যুদ্ধের ফলে যে এসব ঘ'টছে সেটা আপনার মনে হয় না ?

গোপী। আজ্ঞে, তাই মনে হয় ব'লেই তো বলি—এসব হাঙ্গামে আর দরকার কি ? অনেক তো হ'য়েছে—এইবার চেপে চুপে যাওয়াই ভাল।

ম্যাজি। আপনার তো মাথায় খুব বুদ্ধি খেলে দেখছি !

গোপী। আজ্ঞে তা খেলে—একত্রিশ বছর কেরাণীগিরি ক'রছি! সাহেব এখনও বলে আমার আর কিছু নেই—শুধু বুদ্ধিটুকু আছে।

ম্যাজি। এত যদি বুদ্ধি, এটুকু জানেন না যে শত্রু যদি বাইরে থেকে রাত্তিরে আসে তাহ'লে এই আলো দেখে তারা একটা যা তা কাণ্ড ক'রে ফেলতে পারে?

গোপী। তা ক'রলে আর কি ক'রছি বলুন—সরকারী রাজত্বে বাস ক'রছি এতেও যা তা ক'রে যাবে এতো মশাই আমি ধারণা ক'রতে পারিনা।

ম্যাজি। যার রাজত্বে বাস ক'রছেন তার আইনকানুন মানবেন না অথচ আপনি সুখে থাকবেন মনে করেন? বেশ বুদ্ধিতো আপনার? আপনার ঘরের আইন অমান্য ক'রলে আপনি সুখে থাকতে পারেন?

গোপী। আজ্ঞে, আমার পরিবারটি তো দিব্যি সুখে আছেন দেখতে পাই!

ম্যাজি। আপনাকে দুশো টাকা ফাইন করা উচিৎ—কিন্তু আপনার অতিরিক্ত বুদ্ধির জন্যে একশো টাকা জরিমানা দিতে হবে। আর সতর্ক ক'রে দিচ্ছি যে ভবিষ্যতে পুনরায় যদি এরকম করেন—তাহ'লে এর চেয়ে গুরুতর শাস্তি পেতে হবে।

গোপী। একটা নিবেদন ক'রবো হুজুর!

ম্যাজি। কি?

গোপী। আমার ওপর যদি একটু দয়া না করেন তাহ'লে তো কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে মারা যাই!—আপনি বিচারক, গরীবের দিকে না চাইলে লোকে আপনার সুখ্যাতি ক'রবে কেন হুজুর!

ম্যাজি। সুখ্যাতিতে আমার দরকার নেই!

গোপী। এই দেখুন হুজুর, বিচার ক'রতে ব'সে আপনি চ'টে যাচ্ছেন!

ম্যাজি। বেশী বাজে ব'কবেন না! জরিমানা আপনাকে দিতেই হবে।

গোপী। তাহ'লে ওটা একটু কম সমে ক'রে দিন!

ম্যাজি। না—না—একশো টাকাই দিতে হবে।

গোপী। আমায় তো হুজুর তাহ'লে কাচ্চাবাচ্ছা নিয়ে এবার আপনার বাড়ীতেই উঠতে হয়।

ম্যাজি। আমার বাড়ীতে উঠবেন—মানে?

গোপী। মানে—আপনি আমার গিন্নী আর ছেলেপুলেকে ঘরে রেখে বুঝুন যে পূজোটা কেমন কাটে? আমি তো আর চালাতে পারবো না।

ম্যাজি। আপনি যা খুসী করুন—আমার তাতে কি?

গোপী। হুজুরই তো এই একটু আগে ব'লছিলেন যে আইন না মানলে বিপদ, কিন্তু সংসারের আইনটার দিকেও একটু তো সবার নজর রাখা দরকার! অতটাকা ফাইন দিয়ে আমি সংসার করি কি রকম ক'রে! আপনিই বুঝে দেখুন ধর্ম্মাবতার!

ম্যাজি। বেশ, পঁচিশ টাকা দেবেন!

গোপী। আজ্ঞে, পারবো না!

ম্যাজি। পারবেন না, কি রকম?

গোপী। হুজুর—যা পারবো না তা দোব কি ক'রে বলুন!

ম্যাজি। বেশ, কত দিতে পারেন?

গোপী। গোটাবারো।

ম্যাজি। না—না—তা হবে না।

গোপী। আচ্ছা হুজুর, আপনার কথাও থাক্—আমার কথাও থাক্, পনেরো দোব—পনেরো—আর কথা কইবেন না।

[টেবিলটা চাপড়াইয়া দিল—ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া ফেলিলেন]

ম্যাজি। ইউ আর্ এ ফানি ম্যান!

গোপী। আজ্ঞে, আগে গানির ব্রোকার ছিলুম কিনা—সম্প্রতি জুট্ কণ্ট্রোল হওয়াতে ছেড়ে দিয়েছি!

ম্যাজি। বেশ! পনের টাকাই দেবেন!

[রায় লিখিয়া ফেলিলেন]

গোপী। হুজুর দীর্ঘজীবি হ'ন রাজা হ'ন—তা ওটা ক' কিস্তিতে দিতে হবে?

ম্যাজি। কিস্তি মানে?

গোপী। আজ্ঞে আদালতে তো সবই কিস্তিতে দেওয়া হয়।

ম্যাজি। আপনার আবদার যে বড় বেশী দেখছি! আর কোন কথা ক'য়েছেন কি জরিমানা বাড়িয়ে দিয়েছি!

গোপী। যে আজ্ঞে, তা কবে নাগাদ দিতে হবে?

ম্যাজি। এখুনি।

গোপী। মনি অর্ডারে পাঠালে চ'লবে না হুজুর,—বুঝছেন না পূজো আসছে!

[টেবিল চাপড়াইয়া]

ম্যাজি। ফাইন এখুনি না দিলে আটক থাকতে হবে।

[গোপী চক্ষু কপালে তুলিয়া]

গোপী। অ্যাঁ—আটক—তারপরে ফাটক—এ যে হুজুর আজকালকার নাটকের চেয়ে লোমহর্ষক ব্যাপার, ওরে বাবারে বাবা—ওগো আমার মাথা ঘুরছে—ওগো আমাকে ধর—আমাকে ধর—আমি গেলুম—আমি গেলুম—অঁা—অঁা—

[ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া গেল—ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ার ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিলেন—চাপরাসী, পাহারাওয়ালা, যে যেখানে ছিল দৌড়াইয়া আসিল—কেহ

জল লইয়া, কেহ কুজা লইয়া পাখার অভাবে লেজারবুক লইয়া গোপীকে সুস্থ করিতে আসিল। তাড়াতাড়িতে জলের কুঁজা ভাঙ্গিয়া গেল—ম্যাজিষ্ট্রেট চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—]

ম্যাজি। এই উল্লুক জল্‌দি পানি লে আও—জল্‌দি—রামসিং—রামসিং জলদি করো!

[একজন পাহারাওয়ালা এক আউন্স গ্লাসে জল লইয়া গোপীর মাথায় ঢালিয়া দিল। মাটীতে যে জল পড়িয়াছিল তাহা গামছায় ভিজাইয়া লইয়া একজন গোপীর মাথায় দিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গোপীকে ধরিয়া রহিলেন—গোপী ফিট্‌গ্রস্তের মত মাঝে মাঝে হাত পা ছুঁড়িতে ছিল দু'একজন তাহার হাত পা চাপিয়া ধরিল।]

ম্যাজি। ও মশাই—ও মশাই—শুন্‌ছেন?

[ঝাকুনি দিতে দিতে গোপীর যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে লাগিল—অতি করুণ কণ্ঠে সে কহিল—]

গোপী। আমি কোথায়?

ম্যাজি। আদালতে!

গোপী। এ্যাঁ—আদালতে! ওরে বাবারে বাবা!

[বলিযাই গোপী আবার হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল—ম্যাজিষ্ট্রেট ও সকলে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছু পরে আবার যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল মিটি মিটি করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল]

ম্যাজি। কি মশাই—একটু সুস্থ বোধ ক'রছেন?

গোপী। হ্যাঁ—আমি বাড়ী যাব—আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন?

ম্যাজি। নিশ্চয়, এক্ষুনি! (স্বগতঃ) বাবাঃ! বিদেয় হ'লে বাঁচি!

[রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিলেন]

রামসিং—রামসিং—জলদি একঠো ট্যাক্সি বোলাও—আচ্ছা, আচ্ছা হাম যাতা—তুম ঠ্যারো—হাম ভেজদেনেসে তোম উস্‌কো বাড়ী ভেজো!

[একরূপ দৌড়াইয়া পলাইলেন]

পাহা। চলিয়ে বাবু!

[পাহারাওয়ালার দিকে চশমার ফাঁক দিয়া করুণ নেত্রে চাহিয়া]

গোপী। তাহ'লে ফাইন দিতে হবে না তো, পাহারাওয়ালা বাবা?

পাহা। আরে উও তো হ'য়ে গিয়েসে! জরিমানা জরুর দিতে হোবে!

[গোপীনাথ ক্ষিপ্তের মত লাফাইয়া উঠিয়া]

গোপী। দিতে হবে? দিতে হবে মানে? এত কাণ্ড কারখানা করকেও জরিমানা দিতে হবে—চালাকী পায়া হ্যায়?

[অবাক্ হইয়া]

পাহা। আরে বাবাঃ, ই-তো বড়া বদ্মাস আদমী!

গোপী। খবরদার! মুখ সামালকে কথাবার্ত্তা বোলেগা—নেহি তো ডিফামেশান কেস্ কর্ দেগা!

পাহা। আরে বাবাঃ!

গোপী। হাঁ—মাৎ কর! লেও,

[কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিয়া পনেরো টাকা বাহির করিল]

এই পনেরো রূপিয়া—আচ্ছা করকে গুণকে লেও!

পাহা। উ হাম্ নেহি লেগা! ক্যাস আপিসমে চলো!

[চীৎকার করিয়া]

গোপী। চলো জাহান্নামমে চ'লো—হাম্ যেতে চাইতা হায়—কোথায় জায়গা চলো!

পাহা। আরে বাবু—চিল্লাতা কাহে? চলিয়ে—

গোপী। আলবাৎ চিল্লায় গা—শুধু শুধু চিল্লাতা নেই—রূপেয়া দেকে চিল্লাতা হায়! চলো—চলো—

[পাহারাওয়ালা আগে আগে চলিতে লাগিল—গোপীকান্ত সৈন্যদের ন্যায় মার্চ্চ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল—মার্চ্চ সঙ্গীতের মধ্যে দৃশ্যান্তর হইয়া গেল]

দৃশ্যান্তর

পথ

[কতকগুলি স্কাউট্ গান গাহিয়া চলিয়াছে—মার্চ্চ সঙ্গীত বাজিতেছে]

গীত

চল্ চল্ কোথা যেতে চাস্ তোরা চল্ !
বাঙালীর রোগা ঠ্যাঙে ধরা টল্‌মল্ ।
আঁধারের অন্তরে যত ছিল ভূত,
দেখা দিল নানারূপে সব কটা পুত—
ডিগডিগে হাড় গিলে,
পেটজোড়া নিয়ে পিলে
ছুটে আসে মহাবেগে কাঁপে ধরাতল্ ।
বচনেতে
নাচনেতে
হুজুগেতে
খুব মেতে
পারবে কে তার সাথে পৃথিবীতে বল্ ?

[প্রস্থান—আর একদিক দিয়া মাখনের দ্রুত প্রবেশ—পিছনে মালতী অতি কষ্টে চলিয়াছে]

মাখ। আরে চল, চল ! পা চালিয়ে চলো মালতী। সন্ধ্যে হ'য়ে এল ষ্টেশনে পৌছতে হবে।

[আবদারের সুরে]

মাল। মাখন দাদা, একটা লেমনেড্ খাব, বড় তেষ্টা !

মাখ। এই মরেছে ! এখন পথের মাঝে দাঁড়িয়ে লেবনেড্ খাবে কি ? এখুনি বুড়ো এসে প'ড়লে দু'জনকে যে ঘোল খাইয়ে ছাড়বে। আগে ট্রেণে চেপে ব'স—তারপর যা হয় হবে।

মাল। আমি যে আর হাঁটতে পার্চ্ছি না—আমার পা কন্ কন্ কর্চ্ছে!

মাথ। এই সেরেছে রে! পা কন্কন্ ক'র্চ্ছে তো বাড়ী থেকে বেরুলে কেন? মাঝ রাস্তায় এসে যত ঝঞ্ঝাট্ বাধাচ্ছ!

মাল। একটা গাড়ী ডাকো না!

মাথ। গাড়ীটাড়ি এখানে নেই চলো।

মাল। একটা ট্যাক্সি আন না!

মাথ। আরে রামঃ! পেট্রোলের এখন ভয়ানক কড়াকড়ি! ওসব এখন চ'ড়তে আছে? মাঝ রাস্তায় তেল ফুরিয়ে গেলে মহা মুস্কিল!

মাল। তবে আর কিছু ডেকে আনলে হয় না?

মাথ। ওরে বাপ্, এখানে ঝাঁকা মুটে ছাড়া আর কিছু মেলে না। শিগগির চলো তা না হ'লে সর্ব্বনাশ হবে।

মাল। কি সর্ব্বনাশ হবে মাখন দাদা?

মাথ। এই মরেছে তোমাকে ব'সে ব'সে সর্ব্বনাশ বোঝাতে গেলে যে আমাকে জেলে যেতে হবে।

মাল। তুমি কি আমার জন্যে জেলে যেতে ভয় পাও মাখনদাদা? এই তোমার ভালবাসা?

মাথ। তা ব'লে খামকা ভালবাসা দেখাতে জেলে যাব?

মাল। তুমিই তো এতদিন ধ'রে ব'লে আসছিলে যে আমার জন্যে তুমি সব ক'রতে পার—জলে ডুবতে পার—বিষ খেতে পার—গলায় দড়ি দিতে পার!

মাথ। ওরে বাবা সে একটা কথার কথা ব'লেছিলুম।

মাল। শুধু কথার কথা, এ্যাঁ!

[কাঁদিয়া ফেলিল।]

মাথ। এই সেরেছে, কি আপদ! দেখ, ওগো ভালবাসা দেখাতে

গেলে ওসব বলতে হয়। পৃথিবীর সব প্রেমিকই গোড়ায় গোড়ায় ওসব পাঁচরকম বলে।

[ক্রন্দনের সুরে]

মাল। পুরুষ মানুষ এমনই হয় বটে! আমাকে অবলা পেয়ে আঁ আঁ—আঁ—

মাথ। দেখ বিপদ! এমন জানলে কোন বেটা তোমাকে বার ক'রে নিয়ে আসতো! তুমি আদালতে সাক্ষী দিতে গেলে তো আমায় বিপদে ফেলবে দেখছি!

মাল। ফেলবোই তো! যে পুরুষ মানুষের কথার ঠিক নেই, যে সামান্য জেলে যাবার ভয়ে কাতর যে আমাকে প্রাণ দোব বলে ভুলিয়ে নিয়ে আসে, তার শাস্তি হওয়া দরকার।

মাথ। এই সেরেছে! এসব আবার কি ধরণের কথা? তুমি আমাকে শাস্তি দিতে চাও? আমাকে?

মাল। আলবৎ! এমন শাস্তি দিতে চাই যে জীবনে তুমি অন্ততঃ মেয়েছেলের সঙ্গে আর প্রেম ক'রতে যাবে না। তোমার এই বদ্ অভ্যাস জন্মের মত ঘুচে যাবে।

মাথ। এখুনি গেছে আবার যাবে! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা আমার অপরাধটা কি?

[থিয়েটারি ভঙ্গীতে]

মাল। অপরাধ নেই? ভালক'রে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে খুজে দেখ তুমি অপরাধী কি না? আমার মনে যখন প্রেমের দানা বাঁধেনি তখন তুমি তাকে পাকিয়ে পাকিয়ে দরবেশের মত ক'রে তুলেছ! আমার কানে শুধু প্যাঁচার ডাক ছাড়া যখন কিছু আসতো না তুমি তখন পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে কোকিল ডাকতে, তুমি আমার স্বামীকে ব'লতে আলো নেভাতে—আর আমায়

ব'লতে আলো জ্বালাতে। কিন্তু আজ, আজ তুমি আমার সমস্ত আশা ভরসা ব্ল্যাক-আউট ক'রে ছেড়ে দিলে? তুমি কি মাখম দাদা! ছিঃ।

মাখ। (স্তম্ভিত ভাবে) তুমি থিয়েটারে যাও তোমার ভবিষ্যৎ আছে। আমি চলি!

মাল। যাবে কোথায়? তাহ'লে এক্ষুনি আমি চেঁচাবো!

[হাত ধরিল]

মাখ। [স্বগতঃ] বাপ! খুব মেয়ের সঙ্গে প্রেম ক'রেছিলুম বাবা! (প্রকাশ্যে) তা'হলে আমায় কি ক'রতে হবে?

মাল। দাঁড়াও পুলিশ ডাকি?

[থিয়েটারি ভঙ্গীতে]

মাখ। এই মরেছে! মালতী তোমার মনে শেষে এই ছিল! মনে পড়ে না সেই দিনের কথা যেদিন কাটফাটা রোদে মাথার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল—তুমি খিড়কির দোর খুলে আমায় ছাদে পাঠিয়ে দিলে, ব'লে গেলে সন্ধ্যেরপর আলো নিভিয়ে আসবে কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা—আমি হাপিত্যেস ক'রে বসে রইলুম, সারাদিন রোদে পুড়লুম, সারারাত হিমে ভিজলুম, তারপর গভীর রাতে খাড়া নল বেয়ে বাড়ী ফিরে এলুম। মনে পড়ে না সেই দিনের কথা?

মাল। পড়ে।

মাখ। তারপর আর একদিনের কথা, তোমার সঙ্গে পাঁচিলের ধারে ব'সে যখন আলাপ করছিলুম তখন তোমার স্বামী আমায় গুলতি ছুঁড়ে যেই মারলে তখন তুমি আমার কোন সেবা ক'রেছিলে? সাতদিন ধরে কপালটা ঢিবির মতো ফুলে রইল, তোমার একটু স্নেহের পরশ তাতে বুলিয়ে দিয়েছিলে?

মাল। তখন বাধা ছিল যথেষ্ট !

মাখ.। আজ তো সব বাধা ঘুচিয়ে দিয়ে আমরা অজানা পথের যাত্রী হয়েছি—দয়া ক'রে একটু পা চালাও, কোন একটা আস্তানায় চল—তোমার পায়ে পড়ি মালতী সেখানে গিয়ে রোজ তোমায় লেবনেড খাওয়াব—তোমায় রাণী করে দেব !

[চিন্ময়ের প্রবেশ]

চিন্ম। কেরে কে? মাখনা না? কাকে রাণী ক'রতে চলেছ? অঁ্যা মালতী! তবে রে পাজী আজ দু'টোকেই খুন ক'রবো। অন্ধকার হবারও তর সয়নি সন্ধ্যের ঝোঁকেই কাজ সারছো?

মাল। কি, খুন ক'রবে? একবার গায়ে হাত দাও তো দেখি? কেন আমি কি ক'রেছি?

চিন্ম। কি ক'রেছি? মাখম দাদার সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরিয়েছ, আর কি ক'রবে?

মাল। হাওয়া খেলেই অমনি দোষ হয়ে গেল বুঝি?

চিন্ম। ঐ তো কুয়ের গোড়া! আজকালকার হাওয়াও যে খারাপ! শিগগির বাড়ী চলো। আমি জানি, এই জন্যেই মাখনা বেটা সর্ব্বদা আমায় আলো নিভিয়ে ব'সে থাকতে ব'লতো এবার চল বাড়ীতে, তোমায় ঘরে চাবি দিয়ে আলো নিভিয়ে বসে থাকবো আর মাখনা বেটার নামে কালই আদালতে কেস্ দাখিল করছি!

গাত

মাল। অমি না যদি যাই ঘরে ফিরে ক'রবে তুমি কি?

মাখ। আর নালিশ ক'রে কেলেঙ্কারি করবেন না—ছিঃ!

চিন্ম। চুপ কর তুই ছুঁচো বাঁদর ক'স্‌নি কোন কথা।

মাখ। আর লজ্জা দেবেন না কো বাড়বে শুধু ব্যাথা!

মাল। (গদ্যে) আরে নালিশ ক'রে ক'রবে কি ছাই ?

আমি যদি সেখানে যাই—

তোমায় যদি বলি—"এ ভাই"

(সুরে) সব উল্টেদি—

আমি যদি উল্টেবলি ও ক'রবে কি ?

মাখ। না, না, তুমি ঘরে ফিরে যাও মালতী লক্ষ্মী !

মাল। (বুঝি) আমায় নিয়ে পোয়াতে আর চাও না কোন ঝক্কি ?

মাখ। (গদ্যে) হাড়ে হাড়ে বুঝছি বাবা

(সুরে) না, না, না, ওসব বাজে

চিন্ম। বুঝছ বুঝি অন্ধকারও লাগলো না আর কাজে ?

মাল। চুপ রও তোম বুড্ঢা এখন, আমি সম্‌ঝে দি।

মাখন দাদায় চাপিয়ে কড়ায় করবো আমি ঘি !

মাখ। খুব হ'য়েছে রক্ষেকর, অঙ্গ আমার জ্বর জ্বর

[গো—দ্রুত পলায়ন]

মাল। ঐ পালালো ধর ধর—

[চিন্ময় হতভম্ব]

চিন্ম। তার আমি ক'রবো কি ?—

চল ও পালিয়েছে, গুণ্ডো বেটা ছুরিছোরা চালাবে—

মাল। এঁ্যা ! মাখনদাদা গুণ্ডা ?

চিন্ম। গুণ্ডা না হ'লে এই কাণ্ড করে ? গুণ্ডা না হ'লে পাঁচিল টপকিয়ে ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে আসে ? আর একটু অন্ধকার হ'লেই তোমার গলাটিপে মেরে গয়নাগাটী সব কেড়ে নিয়ে যেতো।

মাল। আমরাও তাই সন্দেহ হচ্ছিল !—

চিন্ম। সন্দেহ হচ্ছিল তো বেরিয়ে ছিলে কেন ?

মাল। পরীক্ষা ক'রে দেখছিলুম। আমিতো তুমি ছাড়া আর কাউকে জানিনা।—(জড়াইয়া ধরিল।)

চিন্ময়। না, না, এসব কি বলছ—তুমিতো কখনো এমন মিষ্টি ক'রে, এ্যাঁ।

মাল। চ'· চল—ওগো ঘরে ফিরে চল, আমি আজ সত্যি বুঝেছি, পতি ছাড়া সতীর আর কোনো গতি নেই।

চিন্ময়। ওঃ! তাহলে বুঝেছ? সত্যি বুঝেছ? ওঃ আজ আমার কি আনন্দ, কি আনন্দ! আজকেও তাহলে সব আলো জ্বেলে রেখে আবার কাল ডবল ফাইন দিয়ে আসব চল—

মাল। না—তাহবে না। আজ সব বাতি নিভিয়ে দু'জনে শুধু গলা জড়াজড়ি ক'রে বোসে থাকব চল।

চিন্ময়। তথাস্তু—!

উভয়ের প্রস্থান।

গোপী হন্ হন্ করিয়া যাইতেছেন, পিছনে অন্ধবেশে ১ম গাঁটকাটা ২য় গাঁটকাটার হাত ধরিয়া বলিতে বলিতে যাইতেছে।

২য় গাঁট। বাবু, বাবু এক একটা পয়সা দিন বাবু, কানা মানুষ, সারাদিন কিছু খাইনি বাবু!—

রাগিয়া পিছন ফিরিয়া

গোপী। আচ্ছা ছিনে জোঁকতো, বলছি কিছু নেই তবু তখন থেকে চিমটের মত পেছনে আঁকড়ে আছে।

২য় গাঁট। সারাদিন খাইনি, পেটটা খাঁ খাঁ করছে বাবা!

১ম। হাঁ বাবুমশায়—!

ভেংচে।

গোপী। তো ব্যাটারা আমাকেই খা! সারাদিন খাইনি আর আমি বেটা গ্র্যাণ্ড হোটেল, ফারপো মেরে বেড়াচ্ছি! ক্রমশঃ দেখছি সহরে বাস করা বিপদ হ'য়ে উঠলো! বাড়ীতে বিপদ, আবার পথে ঘাটেও চলবার উপায় নেই। একপক্ষে দেখছি আলো

নিভিয়ে বসে থাকাই ভালো। কোনো বেটা আর দেখতে পেয়ে জ্বালাবেনা।

২য় গাঁট। বড় সত্যিকথা বলেছেন বাবু! এখন একটা পয়সা দিয়ে দিন।

গোপী। যা—যা—! (প্রস্থান)

২য় গাঁটকাটা ১মকে ডাকিয়া কহিল।

২য় গাঁট। কিরে এতক্ষণতো পিছু পিছু ঘুর্ ঘুর্ করলুম কিছু হাতিয়েছিস্ তো?

১ম গাঁট। বাবা গিধ্বড় গাঁটকাটার শিষ্যি আমি, পকেটকে পকেট মেরে নিয়েছি। এই একটা কাগজ খড় খড় করছে,—লে—।

২য় গাঁট। লোট টোট হবে বোধ হয়—দে!

বগলের ভিতর হইতে কাগজ দিল।

১ম গাঁট। এইলে—!

২য় গাঁট। আরে শালা, এযে থ্যাটারের হ্যাণ্ডবিল দেখছি।

১ম গাঁট। সেকি!

২য় গাঁট। এই দেখ্‌না শালা লিখেছে—মিনার্ভায় 'বেলেক্ আউট'।

১ম গাঁট। যাঃ বাবা!—

অন্ধকারের মধ্যে দৃশ্যান্তর।

গোপীনাথের কক্ষ

গৃহিনী সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া শাঁকে ফুঁ দিতেছিলেন—

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। ওমা, আমি আর কাল থেকে সাঁজের বেলা এসতে পারবুকনি।

গিন্নি। কেনোরে?

ঝি। না মা! কাল রাত্তিরে মিন্সের সঙ্গে কুলুক্ষেত্তর হ'য়ে গেছে।

গিন্নি। সেকি! কি হল?

ঝি। আর মা! রেতের বেলা অন্ধকারে কিছু কি ঠাওর পাওয়া যায়? তুমিই বিবেচনা করে বল মা! আমার দোষটা কি? (কান্না)।

গিন্নি। আরে ম'লো কি হ'য়েছে বল্‌না?

ঝি। সে ঘেন্নার কথা আর বল কেন মা! আমার ঘরের দোরে মিন্সে এসে কখন দাঁড়িয়েছিল, আমি হুলো বেড়াল মনে ক'রে মেরেছি মুড়ো খ্যাংরা এই—এসে আমায় কি মার দিলে—মা! গতর এখনো টাট্টে আছে। বলেছে সন্ধের পর বাড়ী ফিরলে দূর করে দেবে!

গিন্নি। মর পোড়ারমুখী!

ঝি। ওমা! কথায় কথায় রাত হয়ে আসছে আমি চন্নু, আবার কি ক'রতে কি ক'রে ফেল্‌বো।

গিন্নি। মুখে আগুন তোমার!— (ঝির প্রস্থান)

নেপথ্যে দরজায় ঠক্ ঠক্ করিয়া আওয়াজ।

গিন্নি। কে? কে?

গোপা। (নেপথ্যে) দরজা খোলনা—আমি!

গিন্নি। কে তুমি?

গোপী। (নেঃ) তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? বুঝতে পাচ্ছনা আমি!

গিন্নি তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

কর্ত্তার প্রবেশ

গিন্নি। ওঃ—তুমি?—

[কর্ত্তা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই আলো নিভাইয়া দিলেন।]

ওকি আলো নেভাচ্ছ কেন?—

গোপী। আমার খুসী।—

[নিজের কোট, চাদর, গাত্র হইতে খুলিয়া টাঙাইয়া দিলেন]

গিন্নি। বলিহারী তোমার খুসী। তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল নাকি ?

গোপী। মাথা খারাপ আমার না তোমার ? আলো আর জ্বলবেনা। দরজা জাল্‌না সব বন্ধ থাকবে। বন্ধকর বন্ধকর নর্দ্দমাগুলোতে ছিপি এঁটে দাও।—

গিন্নি। কি পাগলের মত সব বোক্‌ছ, জানলা দরজা বন্ধ করে ছিপি এঁটে ব'সে থাকলে সব দম বন্ধ হ'য়ে যাবেনা ?

গোপী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় আর বেশী ফ্যাচ ফ্যাচ ক'রতে হবেনা, তোমাদের জন্যেইতো থাম্‌কা কতকগুলো টাকা ফাইন দিয়ে এলুম, আলো টালো জ্বালা হবেনা আর।

গিন্নি। ওঃ—তাই বল! বুঝেছি কোথায় তোমার ঘা। ফাইন দিয়ে এসেছো তাহ'লে এক কাঁড়ি টাকা? বেশ হ'য়েছে ধর্ম্ম আছেন।

গোপী। কি! তুমি আমাকে ধম্ম দেখাও।

গিন্নি। কেন দেখাব না? চিরকালটা সব তাতে বাড়াবাড়ি! আগে আগে সব আলো জ্বালো, এখন সব আলো নিভোও লোকের আর কোন কাজ কম্ম ক'রে দরকার নেই ?

গোপী। না রাত্তিরে কোন কাজকর্ম্ম আর হবেনা। যতদিন না যুদ্ধ চোকে ততদিন সব বন্ধ।

গিন্নী। মানুষ তাহ'লে খাবে দাবে না? রান্না বান্না করবে না?

গোপী। অন্ধকারে যা পারে করুক—গভর্ণমেণ্টের অর্ডার তো আর পরিবারের কথায় অমান্য ক'রতে পারি না!

গিন্নী। গভর্ণমেণ্ট কোনদিন আলো জ্বালতে বারণ করেছিল? আমি বার বার বলিনি যে ওরা আলো ঢাকতে ব'লেছে? তোমার যে সব তাতে গোয়ার্ত্তুমি; না করলে একটা আলোর ঢাকনি, না আনলে বাতি। বাহাদুরি দেখানোর জন্যে সব আলো জ্বেলে রাখলে, এতে ফাইন দিতে হবেনা?

গোপী। হাঁ হাঁ তুমি থাম! যত সব আপদ জুটেছে। যা গচ্চা যাবার তাতো গেছে, এখন আলো না জ্বেলে খরচাটা তুলতে হবে।

[সহসা বাড়ীর ভিতর হইতে একটা ভীষণ কোলাহল উঠিল। বিবাদ বাধিয়াছে পটলা ও গণশায়, রণমূর্ত্তিতে দুইভায়ের প্রবেশ সঙ্গে কৌতুহলী খেঁদী।]

পটলা। চালাকি পেয়েছিস মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব!

গণশা। আমি মার্ত্তে পারিনা? শুধু শুধু খবরদার আমার গায়ে হাত দিওনা বলছি!

পটলা। বেশ করবো মারবো। তুই আমার পাত থেকে মাছ তুলে খেলি কেন?

গণশা। তোমার পাত না ওটা আমার পাত?

পটলা। ফের মিথ্যে কথা মারি এক চড়!

অন্ধকারে গণশাকে মারিতে গিয়া দণ্ডায়মান খেঁদির গালে চড় পড়িল। উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া

খেঁদি। ওরে বাবারে মেরে ফেল্‌লেরে ও বাবা মাগো!

চীৎকার করিয়া

গোপী। পটলা গণশা কি হ'চ্ছে সব? মেরে হাড় ভেঙ্গে দোব। অন্ধকারে ভারি সুবিধে হ'য়েছে না? পড়াশুনোর নাম নেই শুধু বজ্জাতি। পড়তে ব'স গিয়ে শিগগির—!

পটলা। পড়বো কি করে? আলো আছে?

গোপী। নামতা মুখস্থ করবি উল্লুক! সব চেঁচাচ্ছিস কেন?

পটলা। গণশা আমার পাত থেকে মাছ তুলে খেলে কেন?

গোপী। গণশা!—

গণশা। অন্ধকারে কার পাত তা জানবো কি ক'রে?

গোপী। খেঁদিকে মারিলে কে? চুপ ক'রে আছিস যে বড়? গণশা পটলা, (সকলে নির্ব্বাক) হতচ্ছাড়া আজ খুন ক'রে ফেলবো!

[অন্ধকারে পুত্রদের মারিতে গিয়া গিন্নির গালে চড় লাগাইয়া দিলেন।[

গিন্নী। (গালে হাত দিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে) উঃ গেছিরে বাবা—

গোপী। (শশব্যস্তে) এঁ্যা কি হল, কি হল, ওরে গণশা-পটলা-খেঁদি শিগগির আলো জ্বাল, আলো জ্বাল কি হল দেখি? জল-আন জল আন শিগগিব—বাবাঃ আরতো পারিনা। পটলা শিগগির ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়, জলদি!

[পটলা ছুটিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেল।
বাড়ীতে আলোজ্বালা দেখিয়া সিভিকগার্ড দরজায় ধাকা দিল]

সি-গার্ড। (নেপথ্যে) দরজাটা একবার কাইণ্ডলি খুলবেন।

গোপী। কে আপনি?

সি-গার্ড। আমি সিভিকগার্ড।

গোপী। আবার কি দবকার?

সি-গা। আবার যে আলো দেখা যাচ্ছে, যদি বন্ধ না করেন রিপোর্ট ক'র্ব্ব!

গোপী। (তাড়াতাড়ি) গণশা আলো নিবো!

গণশা। মা যে মূর্চ্ছা গেছে বাবা!—

গোপী। ওরে আগে আলো নিবো নইলে যে তোদের বাবা মূর্চ্ছা যায়।

গণশা আলো নিভাইয়া দিল।

বাঁচিয়েছিস !—(গৃহিণীকে) ওগো ওঠোনা।

গিন্নী। উঃ—

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল।

গোপী। সাড়া দিয়েছ ? বাপ্‌, ঘাম দিয়ে জ্বর গেল।

গিন্নি। (কাতর ভাবে) আলোটা জ্বালোনা একবার। আমি যে আর কথা কইতে পার্চ্ছিনা। উঃ !—

গোপী। আজ কথাবার্ত্তা থাক ! আলো জ্বালতে ব'লোনা। কাল ঢাকনি ক'রে তবে আলো জ্বালো। সেই সিভিকগার্ডটা আবার শাসিয়ে গেল। নাঃ—আপদের আর শেষ নেই। গণশা, পটলাকে দৌড়ে ব'লে আয় তোর মা ভালো হ'য়ে গেছে। আর ডাক্তার দরকার নেই। (গণশা বাহিরে যাইবে এমন সময় দরজায় ধাক্কা)

কাঁদিতে কাঁদিতে পটলার প্রবেশ

গোপী। কে ?

পটলা। (কাঁদিয়া) আমি।

গোপী। কি হ'ল কাঁদছিস কেনরে পটলা ?

পটলা। অন্ধকারে কে একজন পেছন থেকে এসে আমারে সোনার বোতাম, ফাউনটেন পেন, ঘড়ি আর ব্যাগ কেড়ে নিয়ে গেল। আঁা আঁা আঁা—

গোপী। মর্ত্তে জামাইবাবু সেজে বেরিয়েছিলে কেন ?

পটলা। আমি তো ডাক্তার বাবুকে ডাকতে গিয়েছিলুম।

গিন্নি। তোমারই তো অন্যায়, তুমি ওকে অন্ধকারে পাঠালে কেন ?

গোপী। তুমি যে আবার মূর্চ্ছা গেলে।

গিন্নী। সাধ করে আমি মূর্চ্ছা গেছলুম না, একটা চড়ে আমার দাঁতের পাটি খুলে গেল ; এখনও যন্ত্রনায় ছট্‌ফট ক'রে মর্চ্ছি ;

গোপী। তার মানে ডাক্তার না দেখিয়ে আর ছাড়বে না বুঝছি। পট্‌লা যা হবার তাতো হয়েছে, আর ফোঁস ফোঁস ক'রে কি হবে, নাকটা মোছ, যাঁকে ডাকৃতে গিয়েছিলি এনেছিস ?

পটলা। হ্যাঁ।

গোপী। কোথায়,

পটলা। বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখেছি !

গোপী, তুই একটা আদত আহম্মক - ভদ্রলোককে খামকা অন্ধকারে বসিয়ে রেখে এলি ? গণশা যাতো বাবা বাতিটা জ্বেলে শিগ্‌গির ডাক্তার বাবুকে ওপরে ডেকে নিয়ে আয়। ফি যখন দিতেই হবে তখন একবার ওঁকে দেখানোই যাক্।

[গণশার প্রস্থান]

—নাওগো ব'স, পটলা—দরজা জানালাগুলো বন্ধ করে আলো জ্বাল্ এ এক আপদ হ'য়েছে, দু'পয়সার ঠুঙি না কিনে কি ঝকমারিই ক'রেছি বাবা !

[কাঁদিতে কাঁদিতে গণশার প্রবেশ]

গণশা। এঁ্যা এঁ্যা এঁ্যা—

গোপী। কিরে গণ্‌শা তোর আবার কি হ'ল ?

গণশা। বৈঠকখানার জিনিষ পত্তর সব পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে ডাক্তার বাবু চলে যাচ্ছিল, আমি দৌড়ে কাছে যেতেই আমার গালে ঠাস্ ক'রে একটা চড় মেরে সোনার হারটা ছিঁড়ে নিয়ে চ'লে গেল—

[চক্ষু কপালে তুলিয়া]

গোপী। কি সর্ব্বনাশ ওরে পটলা কাকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢোকালি ?

পটলা। কেন, ডাক্তারবাবুকে !

গোপী। ডাক্তার না তোমার গুষ্টির মাথা ! বড় গোঁফ ছিল ?

পটলা। অন্ধকারে কি গোঁফ দেখা যায় ?

গোপী। মরেছে বেটাচ্ছেলে! ঠাকুর, ঠাকুর শিগগির দরজা বন্ধ কর।

[রান্না ঘর হইতে]

বামুন। যাউছি!

[রাগিয়া]

গোপী। যাউছি নয়—আগাড়ি যাও—

বামুন। ভাত ফুটুছি!

[আরও চটিয়া]

গোপী। রেখে দাও ওসব! আগে খিল দাও।—বাপরে বাপরে বাপ! একদিনের অন্ধকারে আমার চক্ষু অন্ধকার ক'রে ছেড়ে দিলে? কি কেলেঙ্কারি—ছি, ছি, ছি, এ এক আপদ হয়ে উঠলো!

[সহসা রান্না ঘরের নিকট হইতে দুম্ করিয়া একটা শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবিয়া গেল সকলে চমকিয়া উঠিল—কর্ত্তা বসিয়া পড়িলেন।]

—এই দেখ ঠাকুর আবার কি একটা ফ্যাসাদ বাধালে—ঠাকুর ঠাকুর কি হল?

[গালে হাত দিয়া]

বামুন। হাঁড়ি ফঁসি গলা!

গোপী। দুত্তোর নিকুচি করেছে—

[প্রস্থান—ছেলেদের কলরব। কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের সহিত সকলের প্রস্থান। দৃশ্যান্তর ঘটিল।

—দৃশ্যান্তর—

কৈলাস

[দুর্গা, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ভূতেশ্বর সকলে দণ্ডায়মান]

ভূতু। দেখলি তো মা! শুনলি তো সব সেখানকার অবস্থা? এখন বল দেখি মা আর কি সেখানে তোর যাবার ইচ্ছে আছে?

দুর্গা। তুই আমায় ভাবিয়ে দিলি ভূতু! এই যদি মর্ত্ত্যের অবস্থা হয়, না আর ভাবতে পারি না, কিছু বলতেও পারি না—ছেলেরা আশা পথ চেয়ে বসে আছে, না গিয়েই বা থাকি কেমন ক'রে? অথচ তোর মুখে যা শুনছি, যা দেখছি—

ভূতু। মা দেখা শোনার কথা এখনও তো সব বলিনি, সব যদি কথা শুনিস মা—

দুর্গা। না, না আমি শুনবোনা, আমার ছেলে, আমার মেয়ে তারা আমায় ডাকছে—সে ডাক তোরা শুনতে পাচ্ছিস না, কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি, আমি যাবো যাবো—আমায় আর বাধা দিসনে তোরা—

[প্রস্থানোদ্যত]

ভূতু। হাঁ মা যাবি, সত্যি যাবি? কিন্তু তার আগে আর একটা কথা শোন, যাস্ যদি তবে সেই আঁধার পুরীর মাঝে বাইরের কালো দূর ক'রতে, বাঙ্গালীর মনে, প্রাণের মাঝখানে একটু-খানি তোর ঐ স্বর্গীয় আলো জ্বেলে দিস! মা সত্যিকারের আলো জ্বেলে দিস! নইলে তোর সন্তানের দুর্গতি তো দূর হবে না কোন দিন মা! বাঙ্গালী বড় দুঃখী, বড় ভাগ্যহীন! বাইরে ঘরে আলোর অভাবে, আশার অভাবে, কুশিক্ষায় তার মজ্জা ভেঙ্গে গেছে; তাদের না আছে সাহস—না আছে উৎসাহ,

আছে শুধু আত্মগ্লানি আর জীবন সংগ্রামে পরাজয়ের বিভীষিকা ! এই কি রকম জানিস মা ! এই ধর্—

(গীত)

ওমা পেঁচা যদি খ্যাঁচ খ্যাঁচায় মা মাচায় উঠিয়া বসি,
বউ যদি হাঁচে ফ্যাঁচ ক'রে ভয়ে কাছা পড়ে খসি।
ঘুট্‌ঘুটে এই অন্ধকারে (ম) হৃদয় হ'য়েছে ঘুঁটে।
অঙ্গ কুঁচকে হ'য়েছে পুঁচ্‌কে হাত পা হ'য়েছে কুটে।
প্রতি পদে পথে পতনের ভয় আপনি দুই পা নাচে,
দেখি ভাঁড় ভরা ধেনো মাড় খেয়ে, ষাঁড় পাঁড় হয়ে পড়ে আছে।
হাত থাকতে হয়েছিস্ মাগো শ্রীজগন্নাথ ঠুঁটো,
পাছে ক্ষুধায় জ্ব'লে ছেলেরা তোর ভাত চায় দু'মুঠো।
দশ হাত তোর বাতে অবশ কি আর দিবি বল ?
দেবার মধ্যে দিয়েছিস মাগো শুধুই চোখের জল !
আঁধার রাতি নেইকো বাতি ঠাকুর দেখবে কে ?
দেওয়ালী তোর জ্ব'ল্‌বে সেদিন দেয়াল ভেঙ্গেদে

[মা দেয়াল ভেঙ্গেদে !]

এ মন আঁধারের দেয়াল ভেঙ্গেদে !
পথ ঘাট আজ তিমির ঘেরা সর'ছে ঘরের মাল
ঘরের আলো নিবলো এবার প্রাণের আলো জ্বাল ॥

[মা গো—প্রাণের আলো জ্বাল।]

দুর্গা। বাবা ভুতেশ্বর, তোর প্রার্থনা আমি পূর্ণ করবো ! বাঙালীর মনের মাঝে আলো জ্বালতে আমি যাব।

ভূতু। যাবি মা যাবি ?—বাঙালীর মনকে আনন্দে পূর্ণ করতে যাবি ? ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্ ছুটে আয়—মা চ'লেছেন মর্ত্ত্যে বাঙালীর মনে প্রাণে আনন্দের বন্যা ছুটিয়ে দিতে, তাদের

মনে আলো জ্বালাতে—ওরে তোরা আয়, আমারাও মার সাথে সেই আলোর দেশে ছুটে যাই !

[চতুর্দ্দিক হইতে দেববালাগণ ছুটিয়া আসিল। কৈলাস আলোকময় হইয়া উঠিল। মাকে ঘিরিয়া নৃত্য গীত করিতে করিতে সকলে চলিল—]

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।
মায়ের সাথে মামার বাড়ী
চল সবাই হেসে।
চল সবাই পা চালিয়ে
চলি মজার দেশে !
সেথায় চ'ড়বো মোটর
চ'ড়বো জুড়ি বায়স্কোপে যাব
এক রিক্সায় ছ'জন চেপে
ডিগবাজী নয় খাবো।
পথের লোকে হাসি চেপে
ফেলবে না হয় কেশে
পাক্‌ড়ে তাদের হাতটি
মোরা বর ক'রবো শেষে।
চল সবাই হেসে।

ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িবে